অন্তরালে

[রঙমহলে প্রথম অভিনীত]

নবকুমার গরাই

ঃ মূল-প্রাপ্তিস্থান ঃ

ভট্টাচার্য বুক হাউস

৭৫/১/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি—৯

(অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান অন্যত্র দ্রষ্টব্য)

শ্রীবুলু মজুমদার (৫৫, সখেরবাজার লেন, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী)
কর্তৃক প্রকাশিত

●

শ্রীগঙ্গারাম পাল (**মহাবিদ্যা প্রেস,** ১৫৬, তারক প্রামাণিক রো
কলিকাতা—৬) কর্তৃক মুদ্রিত

●

শ্রীশম্ভুনাথ রায় (আসনপুর, হুগলী) কর্তৃক প্রচ্ছদপট অংকিত

●

প্রসেস এণ্ড কলার প্রিণ্টস্ (২৭৩-ডি, মাণিকতলা মেন রো
কলিকাতা—৫৪) কর্তৃক ব্লক প্রস্তুত

●

রূপক নাট্যসংস্থার (২৭৩-এল, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-
সৌজন্যে ব্লক প্রাপ্তি

●

পি, আর, প্রেস (১।১, মনোমোহন পাণ্ডে রোড, কলিকাতা—৬) ক
প্রচ্ছদপট মুদ্রিত

●

শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস (১২।১৩, পাটোয়ার বাগান লেন, কলি-
কর্তৃক পুস্তকাকারে বন্ধন

●

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
২৫শে আষাঢ়, ১৩৫৭

॥ দাম ॥
তিন টা

●

আমার

অতীতের সহকর্মিণী

বর্তমানের সহমর্মিণী

সারা ভবিষ্যতের সহধর্মিণী

সুমিত্রাকে…

ভূমিকা

নবকুমার যাদের অন্তবালে এনেছেন তাঁরা কেউ আমার অপরিচিত নন। এ নাটক পড়ে, অভিনয় করে, অথবা অভিনয় দেখে চরিত্রগুলি সম্বন্ধে বোধ হয় সকলেই বলবেন, "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।"

নাটকখানিতে প্রধানত অপেশাদারী নাট্য-সংস্থার নানা সমস্যা বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একটি পেশাদারী সংস্থা কাহিনীও এখানে স্থান পেয়েছে, যে সংস্থার মালিক এক হাতে টেলিফোঁ রিসিভার তুলে লাখ লাখ টাকার জা‌ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍‍ া মালের কারবার চালাচ্ছেন, অথ এক হাতে বাজার-লক্ষ্মীকে নিয়ন্ত্রিত করছেন এবং অন্য হাতে নাট্যকাব্যে রচনার ওপর ইচ্ছামত কলম চালিয়ে, সমালোচকের পকেটে রূপোর চাকা তুলে দিয়ে ও পিঠে জয়ঢাক বেঁধে দিয়ে যদৃচ্ছ রঙ্গলক্ষ্মীকে নিয়ন্ত্রিত করছে। লৌহদানবের মতো শক্তিশালী নবকুমার-কল্পিত এই নব সব্যসাচী অনেকে কাছেই দাক্ষিণ্যে, রসিকতায় লরেল-হার্ডির চেয়েও কৌতুককর বলে মনে হবে

তথাকথিত অতি-আধুনিক জী‌ ‍ ‍ ‍ ত্রের নামে হৃৎকারজনক ক্লেদাক্ত বীভৎস রসের নাটক অভিনয়ের পরিবর্তে এই ধরণের সৃজনপন্থী নাটকে বহুল প্রচার কামনা করি। তরুণ লেখক ভবিষ্যতে আরও দুঃসাহসী সার্থ নাট্যরচনায় দেশের কল্যাণ সাধন করবেন—এই আশা পোষণ করি।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

ইতি—

মহেন্দ্র গুপ্ত

নবকুমার গরাই রচিত

কামধেনু ৩·৫০

বিশ্বরূপা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। বর্তমান যুগের ক্ষয়িষ্ণু এক পরিবারকে কেন্দ্র করে লেখা দুঃখ-সুখের অনবদ্য সামাজিক নাটক। এই দশকের জীবন যন্ত্রণা, তরুণ-তরুণী মানসের মর্মকথা।

একটিমাত্র দৃশ্যপটে একটানা অভিনয়, শুধু মধ্যে একবার বিরতি।

যুগান্তর ঃ···সমাজের একটি দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে···চরিত্রসৃষ্টিতে অভিনবত্ব রয়েছে। ঘটনাবিন্যাসে, উৎকণ্ঠা সৃষ্টিতে এবং সংলাপে নাটকটি রসোত্তীর্ণ···নাট্যামোদীদের কাছে সমাদর পাবে বলেই বিশ্বাস।

৯ই মাঘ, ১৩৭৮—রবিবার (২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭২

অমৃত ঃ যে নাটক আজকের সমাজজীবনের মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারে নিত্যই অলিখিতভাবে অভিনীত হচ্ছে, তারই বাণীরূপ 'কামধেনু'। ···চরিত্র চিত্রণের স্বাভাবিকতায় ও নাটকীয় ঘটনার টানাপোড়েনে নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ২৩শে আষাঢ়, ১৩৭৯—শুক্রবার (৭ই জুলাই, ১৯৭২

[১২ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা

দৈনিক বসুমতী ঃ 'কামধেনু' শ্রীযুক্ত গরাই-এর আধুনিকতম নাটক ···কথোপকথনের মধ্যে যথেষ্ট মু[illegible]নার পরিচয় পাওয়া যায়।···

৫ই চৈত্র, ১৩৭৮—রবিবার (১৯শে মার্চ, ১৯৭২

দেবনারায়ণ গুপ্ত ঃ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্যাসঙ্কুল কাহিনী —যা নিয়তই আমরা চোখে দেখতে পাই। নাটকেও যাঁরা এসেছেন, তাঁরা আমাদের চেনা মানুষ।···নাটকীয় সংঘাত বেশ স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে।··· ইতি—৯ই সেপ্টেম্বর '৭২

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নবকুমারবাবুর 'কামধেনু'···তাঁর আগামী দিনের আক্রমণকারী ব্যঙ্গকারী উত্তেজনাকারী নাটকের প্রস্তাবনা বিবেচনা করে তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

: প্রথম অভিনয় রজনী :

॥ বুধবার—২৭শে আগস্ট, ১৯৫৮ (১০ই ভাদ্র, ১৩৬৫) ; সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা ॥

প্রযোজনা

কালচারাল এসোসিয়েশন

পরিচালনা

শ্রীদানী দাশগুপ্ত

সুরযোজনা

শ্রীবিপুল দে

রূপসজ্জা

মঞ্জুরূপা

আবহসঙ্গীত

মডার্ণ আর্টিস্ট

শিল্পীবৃন্দ

নীলকণ্ঠ—তারাশংকর বক্সী

শ্যামসুন্দর—বৈদ্যনাথ মজুমদার

বসন্ত—মথুরা চক্রবর্তী

ভুজঙ্গ—নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বটব্যাল—হরিপদ কর্মকার

প্রেমময়—তারাপদ দত্ত

শিবশক্তি—কানাই দাস

মহেশ্বর—জগৎ মিত্র

গণেশ—অর্ঘীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রদীপ—রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বিজয়—সত্যেন ঘোষ

সুশীল—রবি সরকার

রাখহরি—শম্ভু কর্মকার

খাঁদা—নীরোদ সেনগুপ্ত

নয়ন—অজয়কুমার

যত্ন—নিতাই দাস

পুঃ অফিসার—হরিমাধব দত্ত

নবীন—নবকুমার গরাই

বিপাশা—সবিতা ভট্টাচার্য

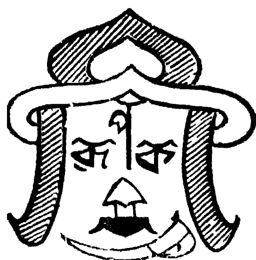
মঞ্জরী—তনুশ্রী দত্ত

শান্তশ্রী—বাসন্তী ঘোষ

ঃ দ্বিতীয় অভিনয় রজনী ঃ

॥ অন্তরালে ॥

॥ প্রযোজনা ॥



২৬শে অগ্রহায়ণ, '৭২, রবিবার

(১২ই ডিসেম্বর '৬৫) বিকাল ৫টা

নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট

শিয়ালদহ

—নির্দেশনা—

শিশির দত্ত

—আবহসঙ্গীত—

অরুণ দাস ও সম্প্রদায়

—রূপসজ্জা—

বি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

— সংলাপ-স্মরণ—

নন্দলাল ভট্টাচার্য

—মঞ্চ তত্ত্বাবধান—

কানাইলাল দাস

॥ মঞ্চে ॥

নীলকণ্ঠ—**সুবোধ গরাই**

দয়াল—**কার্তিক সাধুখাঁ**

শ্যামসুন্দর—**শিশির দত্ত**

বাবলু—**সুপ্রিয়া মণ্ডল**

মহেশ্বর—**অর্ঘীশ বন্দ্যোপাধ্যায়**

বসন্ত—**নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

ভুজঙ্গ—**সুনীল সাধুখাঁ**

পটব্যাল—**মলয়পবন মহান্ত**

শশাঙ্ক—**কাশীনাথ ভট্টাচার্য**

গণেশ—**সত্যনারায়ণ দত্ত**

প্রদীপ—**রূপনারায়ণ দত্ত**

বিজয়—**ক্ষুদিরাম পাত্র**

বরুন—**সুবিমল ঘটক**

সুশীল—**ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়**

রাখহরি—**শৈলেন লাহিড়ী**

প্রেমময়—**সত্যেন ঘোষ**

নবীন—**দীপক গরাই**

যদু—**অভিমন্যু পাত্র**

বলাই—**পারীন্দ্রনাথ পাত্র**

পুঃ অফিসার—**ধনঞ্জয় গরাই**

নয়ন—**নবকুমার গরাই**

বিপাশা—**শিপ্রা সাহা**

শান্তশ্রী—**সুস্মিতা দে**

চরিত্র

নীলকণ্ঠ রায়	···	···	ঈষৎ বিকৃতমস্তিষ্ক নাট্যকার
দয়াল	···	···	তাঁর বাপের আমলের চাকর
শ্যামসুন্দর	···	···	রুগ্ন ভদ্রলোক
বাবলু	···	···	তাঁর কিশোর ছেলে
মহেশ্বর দাশগুপ্ত	···	···	শৌখিন মঞ্চের নাট্যপরিচালক
বসন্ত	···	···	,, প্রখ্যাত শিল্পী
মিঃ বটব্যাল	···	···	রঙ্গলোক থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী
শিবশক্তি শর্মা	···	···	মঞ্চবাণী পত্রিকার সম্পাদক
গণেশবাবু	···	···	নাট্যসংঘের সেক্রেটারী
প্রদীপ চ্যাটার্জি	···	···	ধনী, পরে সংঘের সভ্য
বিজয়	···	···	গরীব } নাট্যসংঘের সভ্যগণ
রঞ্জন	···	···	গোল আলু } নাট্যসংঘের সভ্যগণ
সুশীল	···	···	'স'-ধর্মী } নাট্যসংঘের সভ্যগণ
রাখহরি	···	···	পূর্ববঙ্গীয় } নাট্যসংঘের সভ্যগণ
প্রেমময়	···	···	বিপাশার গুণমুগ্ধ কবি
নয়নচাঁদ	···	···	পেশাদার প্রম্পটার
যতু	···	···	চা-ওলা
বলাই	···	···	বিপাশার বুড়ো চাকর

পুলিশ অফিসার, দুজন কন্সটেবল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা।

বিপাশা	···	···	শৌখিন মঞ্চের প্রখ্যাতা অভিনেত্রী
শান্তশ্রী	···	···	তার আশ্রিতা, নবাগতা অভিনেত্রী

অন্তরালে

—প্রথম দৃশ্য—

॥ বিপাশার ড্রইংরুম ॥

[সোফা-কৌচ ইত্যাদিতে সুসজ্জিত কক্ষ। দরজায় মনোরম পর্দা, দেওয়ালে রামকৃষ্ণ দেবের ছবি, ঘরের এককোণে জানালার নীচে একটি অর্গ্যান, তার ওপর বিপাশার হাসিহাসি মুখের একখানি ফুলসাইজ ফটোগ্রাফ। ফুলদানিতে রজনীগন্ধার স্টিক। একধারে টেলিফোন।

রাত্রি আটটা। বিপাশার জন্মদিনের উৎসব সমাপ্তপ্রায়। বিপাশার পরণে দামী শাড়ি, গহনা ও ফুলসাজ; তার পাশে শান্তশ্রী। নিমন্ত্রিত অতিথি-বৃন্দের মধ্যে রয়েছেন—বসন্ত, প্রেমময়, গণেশ প্রভৃতি। টিপয়ের ওপর স্তবেস্তরে সাজানো নানারকম উপহার দ্রব্য।]

[বিপাশার গান ও শান্তশ্রীর নাচ]

এই জন্মদিনের পরম ক্ষণে
আপন লোকের তপোবনে
যে কথাটি জাগছে মনে
কানে কানে বলব আমি তাই গো।
বন্ধু, আমার জীবন-অঙ্গনে
তোমার ঐ চরণের রঙ্গণে

আমার হৃদয়-বীণায় এই ক্ষণে
জাগল যে সুর শুনতে আমি পাই গো ॥
ওগো আমার দূরের প্রিয় !
এসেছ যখন যেওনা দূরে—
তোমার গানের সুরে সুরে
মোর সকল ভুবন জুড়ে,
তুমি শুধু তোমার তুলনাই গো ॥

[সমবেত হাততালি]

প্রেমময়—চমৎকার ! চমৎকার !! চমৎকার !!!

বিপাশা—কী চমৎকার প্রেমময়বাবু—আমার গান, না শান্তশ্রীর নাচ ?

প্রেমময়—দুই-ই দেবী। আপনার জন্মদিনের গান আমার মরুবুকে জাগিয়েছে নির্ঝরের কলতান—বসন্তের কুহুগান—

বিপাশা—আ-হা— !

প্রেমময়—আমার ইচ্ছা করছে দেবী, অভিনন্দনের ডালি নিয়ে আপনার কাছে গিয়ে—

গণেশ— থাক, আর গিয়ে কাজ নেই—এখান থেকেই বলুন !

প্রেমময়—বলবার কিছু নেই। পলে পলে এই হৃদয়ের অন্ধতলে বন্ধ থেকে সব কথা অব্যক্ত হয়েছে।

বসন্ত— সে সব আর ব্যক্ত করবেন না প্রেমবাবু—বাক্যহারার মতোই থাকুন।

প্রেমময়—বাক্যহারা ! হঁ্যা—

'চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই—'

গণেশ— থাক-থাক, 'প্রিয়া'-টুকু আর বলবেন না মশায় !

প্রেমময়—না—আমাকে বলতেই হবে। বিপাশা দেবীর গান শুনে—

নিদাঘ দিনের চাতক সম
মিটিয়ে নিলাম তৃষ্ণা মম—

বিপাশা—বলেন কি!

প্রেমময়—(করজোড়ে) ত্রুটি-বিচ্যুতি অপরাধ ক্ষম!

[সবাই হাসে]

শান্তশ্রী—খালি বিপাশা দেবী আর বিপাশা দেবী! আমি যে এতক্ষণ নাচলুম—!

বিপাশা—শান্তশ্রীর ওপর এতখানি বিরাগ কেন প্রেমময়বাবু!

প্রেমময়—বিরাগ নয়—ওঁর জন্য আছে অনুরাগ। ওঁর নাচ দেখে—'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো—'

[বলাই এল]

বলাই—দিদিমণি, বাবুদের খাবার তৈরি।

বিপাশা—আচ্ছা, তুমি যাও—

[বলাই গেল]

এবার আপনারা উঠুন, পাশের ঘরে একটু জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছে। যা শান্ত, দেখাশোনা করগে—

[শান্তশ্রী যায়]

বসন্ত—উঠুন গণেশবাবু—

প্রেমময়—হ্যাঁ-হ্যাঁ, উঠুন—ডাক এসেছে···অন্দরের ডাক! আর 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে—'

গণেশ—সে কি মশায়, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! বিপাশা দেবীর গান শুনে একটু আগেই তো বললেন—নিদাঘ দিনের চাতক সম, মিটিয়ে নিলাম···কি যেন!

প্রেমময়—তৃষ্ণা মম।

গণেশ—তবে!

বিপাশা—দেখুন গণেশবাবু—উনি কবি; সীমাহীন আকাশে বিচরণ করেন, চকোরের মতো চাঁদের সুধা পান ক'রে খিদে তেষ্টা মেটান। কিন্তু বাস্তব-জগতের মানুষ হয়ে আপনারা তা পারবেন না। তার চেয়ে আসুন পাশের ঘরে—

প্রেমময়—যাবার আগে—দেবি! আমার নিজের হাতে রচা একটি কবিতা পাঠ করি—।

ওগো কলালক্ষ্মীর সেবী—
বিপাশা দেবী!
আজ তব জন্মদিন।
আমি কবি—অতি দীন—
লিখে যাই মোর কিছু বাণী :
শৌখিন মঞ্চজগতে দিয়েছ আনি
এক আলোড়ন—অন্তহীন।
আজ তব জন্মদিন।
মর্তের উর্বশী তুমি— নহ মাতা, নহ কন্যা,
চিরদিন দেহে তব নূতনের বন্যা।
সেই তব স্মৃতিপটে থাক অক্ষয়—
গুণমুগ্ধ এই প্রেমময়।
নাও প্রীতি। ইতি—

[সকলে হাততালি দেয়। প্রেমময় নমস্কার ক'রে সাদরে সেখানা বিপাশাকে দিয়ে ভিতরে গেলেন। অন্যান্যরাও গেলেন।]

বিপাশা—তারপর গণেশবাবু, আপনাদের 'নাট্যসংঘ'-র খবর কি?

গণেশ—উপস্থিত কোনো খবর নেই, তবে শীঘ্রি নাটক ধরব।

বিপাশা—শান্তশ্রীকে দেখলেন তো—ওকেও এবার কল-টল দেবেন। জানা-শোনা বন্ধুমহলে কিংবা অফিস-ক্লাবে যদি দরকার হয়—

গণেশ—নিশ্চয়ই। কিন্তু ওঁকে তো এর আগে কখনো—

বিপাশা—দেখেন নি! না দেখারই কথা। মাস ছয়েক হ'ল দেশ থেকে এসেছে…আমার…আমার বোন!

গণেশ—আচ্ছা! নাচও জানেন দেখছি—

বিপাশা—শুধু নাচ নয়, গানও।

গণেশ—বাঃ—তাহলে এ লাইনে প্রতিষ্ঠা পেতে ওঁর দেরি হবে না। নাচ আর গান—এ দুটো qualification খুব কম মেয়েরই আছে।

বিপাশা—যান, ভেতরে যান—

[গণেশ যায়]

কই বসন্ত, তুমি আসবে না?

বসন্ত—বসন্ত সব সময়ে তোমার দ্বারে জাগ্রত! দাঁড়াও বিপাশা, তোমার জন্মদিনটা স্মরণীয় রাখতে—আমি কি নিজের হাতে এই হারটা তোমাকে পরিয়ে দিতে পারি?

বিপাশা—দাও। বাঃ…বেশ সুন্দর তো!

বসন্ত—ওর থেকেও তুমি সুন্দর বিপাশা!

বিপাশা—ভেতরে যাও।

বসন্ত—কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বিপাশা—কি এমন জরুরী কথা—

বসন্ত—তোমার কাছে না হলেও আমার কাছে তো বটেই।

বিপাশা—বলোই না শুনি।

বসন্ত—সব কথা কি খুলে বলতে হয়!

বিপাশা—বাঃ, নইলে বুঝব কি ক'রে !

বসন্ত—ছেলেমানুষ তুমি নও বিপাশা, ঝলমলে পোশাকে সেজে থাকলেও—

বিপাশা—আমার বয়স হয়েছে !

বসন্ত—এই জন্মদিনটা প্রতি বছর—

বিপাশা—আমার বয়সকে বাড়িয়ে দিচ্ছে !

বসন্ত—আয়নার সামনে দাঁড়ালেই—

বিপাশা—তা টের পাব !

বসন্ত—ঠাট্টা নয়—সব কিছু উপেক্ষা করলেও জীবনকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না।

বিপাশা—আমিও তা পারিনি !

বসন্ত—অতীতের পানে ফিরে তাকাও তো—। যখন তুমি প্রথম সুরু করলে তোমার অভিনেত্রী-জীবন—আমি ছিলাম তোমার নায়ক। সেই থেকে আজ পযন্ত আমরা বহু নাটকে একসঙ্গে নায়ক-নায়িকার অভিনয় করেছি। সারা শহরে আজ আমরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি, এমন কীর্তি রেখেছি যার জন্য শৌখিন মঞ্চ কোনোদিন আমাদের ভুলবে না—

বিপাশা—ভুলে যাচ্ছ—'দেহপট সনে নট সকলই হারায় !'

বসন্ত—তবুও বিপাশা, আমাদের মঞ্চের অভিনয় কি কখনো বাস্তব হয় না ?

বিপাশা—বসন্ত— !

বসন্ত—তোমার আবেগভরা কণ্ঠ, মিনতিভরা চোখ…আমাকে…আমাকে সব ভুলিয়ে দেয়…আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি !

বিপাশা—কি তুমি বলছ বসন্ত !

বসন্ত—নিজের মনের কথা—তুমি বিশ্বাস করো—

বিপাশা—বিশ্বাস করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, তুমি আজ অসুস্থ—

বসন্ত—সম্পূর্ণ সুস্থ।

বিপাশা—তবে এসব কথা কেন বলছ ?

বসন্ত—বিপাশা—

বিপাশা—হাত ছাড়ো !

বসন্ত—আমাব একটা কথা—শুধু একটা কথা—

বিপাশা—কোনো কথাই না !

বসন্ত—এমনি মধুব দিনে আমাব একটা দাবী—

বিপাশা—না ! না ! কিছু না ! কিছু না ! কিছু না !

বসন্ত—আমি সব জানি বিপাশা !

বিপাশা—কি জানো ?

বসন্ত—তোমাব-আমাব মধ্যে বাবধান সৃষ্টি কবেছে তোমাব ঐ শ্যামসুন্দর !

বিপাশা—বসন্ত !

বসন্ত—হ্যাঁ বিপাশা—সত্যকে অস্বীকাব ক'বো না। কিন্তু…কিন্তু কেন তুমি এ ভুল কববে ! একটা রুগ্ন, জীর্ণ, অসহায় লোক—

বিপাশা—চুপ কবো ! চুপ কবো ! শুনতে পাবে—

বসন্ত—কেন· কেন তোমাব এই আত্মপ্রবঞ্চনা·· কেন তুমি নিজেকে তিলে তিলে নষ্ট কববে·· কেন তুমি—

বিপাশা—না, না, তুমি যাও বসন্ত—তুমি যাও—তুমি যাও—

[শান্তশ্রী পর্দা সবিয়ে দাঁড়ায]

শান্তশ্রী—বসন্তবাবু, ভেতবে আসুন—

বসন্ত—না. আমি·· আমি বাইবেই যাচ্ছি—

[চলে যায]

শান্তশ্রী—কি ব্যাপাব…চলে গেলেন যে !

বিপাশা—যাক—যে গেছে সে যাক। যাবা আছে তাদের কথাই ভাব। শোন শান্ত—বাবলু কি কবছে…বাবলু ?

শান্তশ্রী—পড়ছে।

বিপাশা—ওর বাবা ?

শান্তশ্রী—ঘুমোচ্ছেন।

বিপাশা—এতক্ষণ বড্ড ব্যস্ত ছিলুম, এবার তাদের কাছে যাচ্ছি। তুই গেস্টদের দেখাশোনা কর।

শান্তশ্রী—সেকি, আজকের দিনে তুমি বসিয়ে খাওয়াবে না।

বিপাশা—মনটা ভালো নেই শান্ত, বিরক্ত করিস না। যা—

শান্তশ্রী—ওকি, হারটা খুলে ফেললে।

বিপাশা—হ্যাঁ, খুলেই ফেললুম। দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

শান্তশ্রী—কেন ?

বিপাশা—সে তুই বুঝবি না। এই হার, এই হার গলায় থাকলে জীবনের প্রতি মুহূর্তে হবে হার !

শান্তশ্রী—বিপাশা-দি—

বিপাশা—হ্যাঁ, এ হচ্ছে সোনার শেকল—ফাঁসির দড়ি—

[হার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়। শান্তশ্রী সেটা তোলার সময় দেখতে পায়—বাইরে থেকে জানালার নেটের পর্দা সরিয়ে একটা মুখ উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতরে কাকে যেন খুঁজছে।]

শান্তশ্রী—কে।

[মুখখানা সরে যায়। শান্তশ্রী জানালায় আসে। দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন আগন্তুক।]

কাকে চান ?

আগন্তুক—আজ্ঞে, আমি মানে, আপনার ঐ বিপাশা দেবীকে

শান্তশ্রী—বিপাশা দিকে ?

আগন্তুক—হ্যাঁ, হ্যাঁ—

শান্তশ্রী—কোত্থেকে আসছেন বলব ?

আগন্তুক—আসছি…আসছি উপস্থিত পথ থেকে। পথে পথেই ফিরছিলাম… হঠাৎ দেখি নেম-প্লেটে লেখা 'বিপাশাদেবী'। চিনি কিনা…শৌখিন মঞ্চের অভিনেত্রী…কতো নাম…কতো যশ! তাই ভাবলাম একবার দেখা করেই যাই।

শান্তশ্রী—আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

আগন্তুক—তাই দিন। জানেন আমি অনেক খুঁজেছি, অনেক খুঁজেছি…

শান্তশ্রী—কাকে? বিপাশা-দিকে?

আগন্তুক—উঁ—? মডেল…'অভিশপ্তা'-র নায়িকা…কি যে তার আদর্শ…কি যে তার পরিণাম…সব…সব অন্ধকারে ঢাকা! আলো চাই—আলো—more light!

শান্তশ্রী—দেখুন, বিপাশা-দি বোধহয় দেখা করতে পারবেন না—

আগন্তুক—কেন…কেন?

শান্তশ্রী—বড্ড ব্যস্ত কিনা, আজ তাঁর জন্মদিন—

আগন্তুক—জন্মদিন! ও…হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—আজ তো সাতই ফাল্গুন—

শান্তশ্রী—আপনি তাও জানেন!

আগন্তুক—জানব না! পঁচিশটা বসন্ত তাঁর দেহের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে—তিনি যে পঁচিশ বসন্তের একখানা কাব্য! পেপারে-ম্যাগাজিনে তাঁর কতো ছবি বেরোয়, নাট্যরসিকরা সবাই তাকে চেনে জানে—আর আমি জানব না!

শান্তশ্রী—দাঁড়িয়ে কেন, বসুন—

আগন্তুক—হ্যাঁ…না-না, ময়লা জামা-কাপড—সোফাটা ময়লা হয়ে যাবে। তার চেয়ে এই বেশ——What? A lot of presentation! By a lot of friends and fans indeed! এতো উপহার…বাড়িতে নিশ্চয়ই তাহলে প্রচুর অতিথির সমাগম—!

শান্তশ্রী—হ্যাঁ—

আগন্তুক—না-না, আমি পালাই—তাঁরা হয়তো আমাকে দেখে নিন্দে করবেন। আচ্ছা, অতিথিরা খুব বড়লোক—না? সবারই গাড়ি আছে, বাড়ি আছে—কেবল সেই গাড়িতে-বাড়িতে থাকবার মতো নারী নেই—তাই না?

শান্তশ্রী—কি সব বলছেন আপনি! অপেক্ষা করুন, বিপাশা-দিকে ডেকে দিচ্ছি—

আগন্তুক—না-না, থাক—অতিথিরা অসন্তুষ্ট হবেন…তার চেয়ে…দেখুন, বড়ো তেষ্টা পেয়েছে—এক গ্লাস জল—

শান্তশ্রী—এনে দিচ্ছি—

আগন্তুক—'আবার সন্ধান? সে দিবে না ধরা, আমি
ফিরিব পশ্চাতে? প্রেমের শৃঙ্খল হাতে
রাজ্য কাজকর্ম ফেলে শুধু রমণীর
পলাতক হৃদয়ের সন্ধানে ফিরিব?'

[চোখে পড়ে বিপাশার ফটো—তিনি চকিতে দরজার দিকে তাকিয়ে সেটা চাদরের আড়ালে লুকিয়ে রাখেন। ভেতর থেকে বহুকণ্ঠের উচ্চহাসি শোনা যায়..তিনি চমকে উঠে পালাবার উদ্যোগ করেন.. শান্তশ্রী এক গ্লাস জল আনে।]

শান্তশ্রী—একি—কোথায় যাচ্ছেন? আপনার জল—

আগন্তুক—ও…হ্যাঁ—না—যাইনি কোথাও—একটু পায়চারী করছিলাম (জল খেয়ে) আজ চললাম, আর একদিন আসব।

শান্তশ্রী—কিন্তু বিপাশা দিকে কি বলব? আপনার পরিচয় তো কিছু দিলেন না—

আগন্তুক—পরিচয়! কিছু নেই। তাঁকে বলবেন—এক ভিখিরি তাকে চুরি ক'রে…না-না…বলবেন, একটা মানুষ দেউলে হয়েছে—একটা কৃপণ তার সর্বস্ব হারিয়েছে—!

[দ্রুত বেরিয়ে যেতেই মঞ্চ ঘুরল]

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

॥ শ্যামসুন্দরের শয়নকক্ষ ॥

[রাত ন'টা। ঘরে ডিম-লাইট। রুগ্ন শ্যামসুন্দর ঘুমোচ্ছেন ; শিয়রে ওষুধ, গ্লাস, ফলমূল ইত্যাদি।

বিপাশা শয্যাবিন্যাস করছে, হঠাৎ শ্যামসুন্দর জেগে ওঠেন।]

শ্যামসুন্দর—কে ?

বিপাশা—আমি—

শ্যামসুন্দর—ও, বিপাশা।

বিপাশা—মাথাটা একটু তোলো, একটা প্রণাম করি।

শ্যামসুন্দর—কেন বলো তো ?

বিপাশা—আজ যে আমার জন্মদিন! ওদিকে ড্রইংরুমে উৎসবের আলো —আর এই অন্ধকার ঘরে তুমি একলা শুয়ে। আমি কি আজ তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারি! তাইতো এলুম প্রণাম করতে। কই, আশীর্বাদ করলে না ?

শ্যামসুন্দর—আমার আশীর্বাদ সব সময় তোমাকে ঘিরে আছে বিপাশা, নতুন ক'রে আর তা চেয়ো না।

বিপাশা—তবুও কি জানো—এক এক সময় মনে হয় বুঝি সত্যই আমি অসহায়।

শ্যামসুন্দর—তখন ঠাকুরকে স্মরণ ক'রো—শক্তি ফিরে পাবে, সহস্র প্রলোভন দূরে সরে যাবে।

বিপাশা—আজকের দিনে তুমি আমাকে এই আশ্বাসটুকু দাও—যদি কোনো দিন আমি পথভ্রষ্ট হই, তুমি শুধরে নেবে।

শ্যামসুন্দর—বিপাশা, পথ চলাটাই বড়ো কথা। সেই চলার মধ্যে যদি ছন্দ থাকে তবে অন্ধকারেও তুমি লক্ষ্যে পৌঁছুবে।…আমি জানি, আমার কাছে তোমার অনেক কিছু কাম্য ছিল। কিন্তু কি দিলাম তোমাকে …কতোটুকু পেলে আমার কাছে…

বিপাশা—যা পেয়েছি সেইটুকুই আমি ভাগ্য ব'লে মানি…আমার পরম ভাগ্য !…ছ্যাখো দিকি, বেশ ব'সে ব'সে গল্প করছি—আর এদিকে তোমার ওষুধ খাবার সময় বযে যাচ্ছে !

[ওষুধ খাওযাল]

শ্যামসুন্দর—সত্যি বিপাশা, তোমার প্রাণঢালা সেবা আর সত্যিকারের ভালবাসা আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনল।

বিপাশা—উঁ…আর ভগবানের করুণা ?

শ্যামসুন্দর—ওর সঙ্গে মিশে আছে।

বিপাশা—ডাক্তারবাবু বলেছেন—আব মাস তিনেকের মধ্যে তুমি একেবারে সেরে উঠবে। দীর্ঘ দু'বছর পরে আবার তোমাকে নতুন ক'বে পাব ; নতুন ক'রে তুমি আমায পথ দেখাবে…

[বাবলু এল]

বাবলু—মা-মণি—মা-মণি—

বিপাশা—কি হয়েছে বাবলু ? ঘুম পেযেছে ?

বাবলু—হ্যাঁ—

শ্যামসুন্দর—বাবলু—

বাবলু—কি বাবা ?

শ্যামসুন্দর—তোমার প'ড়া হয়ে গেছে ?

বাবলু—হ্যাঁ—

শ্যামসুন্দব—তাহলে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো। কেমন ?

বাবলু—আচ্ছা। ঠাকুর—ঠাকুর—

[চলে গেল। শান্তশ্রী দুধ নিয়ে এল।]

শান্তশ্রী—বিপাশা-দি, দুধ—

বিপাশা—নাও, খেয়ে ফেলো—

শান্তশ্রী—বিপাশা-দি, একটু আগে বাইবের ঘবে একজন লোক এসেছিল—

বিপাশা—কি নাম ?

শান্তশ্রী—বললে না। তোমার খোঁজ করছিল···হয়তো ভক্তটক্ত হবে।

বিপাশা—তাবপব ?

শান্তশ্রী—লোকটা অদ্ভুত—পাগল ব'লে মনে হ'ল। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, আজে-বাজে বকছিল !

বিপাশা—পাগল সেজে এসেছিল হযতো। চোব-টোবও তো হতে পাবে !

শান্তশ্রী—চোব ! কি জানি···অসম্ভব নয়। তোমাব ফটোখানা কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না—

বিপাশা—কোন ফটোখানা—ড্রইংরুমে যেখানা ছিল ?

শান্তশ্রী—হ্যা—

বিপাশা—সেকি রে ! না-না, এ তো ভালকথা নয়। ড্রইংরুমেব দরজা বন্ধ হযেছে ?

শান্তশ্রী—হঁ্যা—

বিপাশা—আলোগুলো— ?

শান্তশ্রী—বলাই নিভিয়ে দিয়েছে।

বিপাশা—বেশ। তুই যা—

[শান্তশ্রী চলে গেল]

শ্যামসুন্দব—বিপাশা—

বিপাশা—দাঁড়াও—আগে এ-ঘরের আলোটা জ্বালি। ড্রইংরুমের চোখ-ধাঁধানো আলো আমাকে বিভ্রান্ত করছিল ! সে আলো নিভেছে,

এবার এ ঘরের আলো জ্বলুক। বাইরের উৎসব শেষ, এবার··· এবার অন্তরের উৎসব।

শ্যামসুন্দর—আবার—এ ঘরের আলো কেন জ্বালালে বিপাশা ?

বিপাশা—পথ হারিয়ে যাচ্ছিল, তাই— ।

[বেরিয়ে যেতেই মঞ্চ ঘুবল]

—তৃতীয় দৃশ্য—

॥ নাট্যসংঘ ॥

[সন্ধ্যা ৭টা। ঘরের পিছন দিকের দেওয়ালে একটি দবজা, পাশের দেওয়ালে একটি জানালা। দরজার মাথায় ফুলেব মালা পবানো ঠাকুব রামকৃষ্ণেব ছবি, সেখানে ধূপ জ্বলছে। আসবাবপত্রের মধ্যে চেয়ার, টুল, বেঞ্চি, সতরঞ্চি, এককোণে তালা দেওয়া একটা ছোট আলমারি—তার মধ্যে খাতাপত্র, বিলবই, তাস, দাবা-বোড়ে ইত্যাদি থাকে।

সুশীল ও রঞ্জন দাবা খেলছিল, রাখহরি তাদেব সহায়ক।]

রঞ্জন—নে, এবার তোল—আর ভালো লাগে না। (জানালায় গিয়ে) কই বাবা যদু, তিন কাপ চা আনতে যে সকাল হয়ে গেল! শীগগির আনো—

সুশীল—সত্যি ভাই, সন্ধ্যেবেলায় ক্লাবে এসে বসলেই মনটা নাটক-নাটক করে।

রাখহরি—এই সুশীল, তুই ক্যামনে অভিনয় করবি ?

সুশীল—কেন সুনি ?

রাখহরি—তোব উচ্চারণ এক্কেয়ারে অশুদ্ধ। তোর ঐ স-স আর শোধরাইল না।

সুশীল—আরে যা যা—এই সুসীল সাসমলের উচ্চারণ সম্পূর্ণ বিসুদ্ধ। যত অসুদ্ধ উচ্চারণ সালা তোর—কথা কইতে গেলেই সুধু বাঙাল ভাসা বেরোয়।

রাখহরি—কী—কী কইলি ?

সুশীল—সুনলি তো সব—আর জিজ্ঞেস করিস কেন ?

রাখহরি—খবরদার সুশীল, সাবধান! বাঙাল বাঙাল ক'স না, তাহলে আমি তোমারে এক্কেয়ারে—। জানস, কতো বড়ো বংশের পোলা আমি—আমার পিতা আছিলেন বড়ো দারোগা—বাইল্যকাল হইতে তাঁর লগে ডাহা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ আমি চইয্যা ফেলাইছি—তুই ক'স আমার উচ্চারণ ডিফেকটিভ!

রঞ্জন—সত্যিই তো, সত্যিই তো! এ সুশীলের ভারী অন্যায়!

[যদু থালার ওপব তিনটি ভাঁড়ে চা নিযে ঢুকল]

যদু—চা নিন গো বা-আ-বুরো—

রাখহরি—চা আনছ ?

যদু—এজ্ঞে—

রঞ্জন—(গান) চা বিনে আমি কেঁদে মরি একা!

রাখহরি—কই জদু, হ্যা কইর‍্যা খাড়াইয়্যা কি গান শোনো! দ্যাও, চা আমারে দ্যাও—

সুশীল—এখানে এখানে—

রঞ্জন—আরে এদিকে—

যদু—স-বাই মিলে এমন করলে কা-কাকে দিই বাবু—

রাখহরি—শোনো জত্নু, এদিকে আস—ত্থাশ কই ?

যদু—মেদিনিপুর, খ-খ-খ-খলসেভাঙা—

সুশীল—বাব্বা ! এযে দাঁতভাঙা নাম !

রাখহরি—কয় বৎসর কইলকাত্তা আসছ ?

যদু—এজ্ঞে, পাঁ-আঁ-আঁচ বছর—

রাখহরি—কেডা টিকিট দিছিল ?

যদু—এজ্ঞে— ?

রাখহরি—বাবু চেনো নাই ? ক্লাবের বাবুরে তুমি চেনো নাই ?

যদু—ও—আপনিই কে-কেলাপের বাবু ?

রাখহরি—ত্থাও চা—এইবার অগো ত্থাও—

[যদু সকলকে চা দিযে বাখহবিব কাছে হাত পাতল]

যদু—প-পয়সাটা বাবু ?

রাখহরি—পয়সা !

যদু—এজ্ঞে।

রাখহরি—আমি এমনি বাবু—পযসাব বাবু না। ঐ ওরে চাও, ও-ই তোমারে দিব।

রঞ্জন—কী—পয়সা ? ঐ যে—

সুশীল—কি চাস রে যদু ?

যদু—চায়ের দা-দামটা—

সুশীল—হুঁ ! ক বছর কোলকাতা আছিস বললি—পাঁচ বছর না ?

যদু—এজ্ঞে হ্যাঁ—

সুশীল—গড়ের মাঠ দেখেছিস ?

যদু—এজ্ঞে— ?

সুশীল—গড়ের মাঠ—

যদু—এজ্ঞে না তো।

সুশীল—দেখিস নি ?

যদু— এজ্ঞে না—

সুশীল—এই দেখ—

[খালি পকেট দুটি উল্টোতেই সবাই হেসে উঠল]

যদু—হেঁ-হে হে· আপনারা তাহলে প-য়সা আনোনি। বেশ, কা-কালই দিও। হে হে, আপনারা বেশ মজার নোক। হেঁ-হেঁ-হে-হে·

[চলে যায়। চা-পর্ব শেষ হয়। সকলে চায়ের ভাঁড় জানালা দিয়ে ফেলে দিল।]

রতন—এই— আমাদের সেক্রেটারি—

বাঞ্ছহরি—বাব্বা, সঙ্গে আবার ডিরেক্টরবাবু। দুইজনায় আলোচনা একদম মশগুল।

সুশীল— আমাদের গণেসদার সঙ্গে যখন মহেশ্বরদা আসছেন তখন নিশ্চয়ই নাটক সুরু হবে।

বাঞ্ছহরি— ওরা তো আইস্যা ব্যাজর ব্যাজর করব—চল, একটু পার্কে গিয়া বাহ, এই বদ্ধ ঘরে থাইক্যা কাম নাই।

[তিনজনে বেরিয়ে গেল গণেশ ও মহেশ্বর কথা বলতে বলতে এলেন]

গণেশ—মহেশ্বরবাবু, আপনি নাটক পরিচালনা করেন আর আমি এই নাট্যসংঘটি পরিচালনা করি। আমি জানি—বই না ধরলে মেম্বররা ক্লাবেও আসবে না, মাসিক চাঁদাও দেবে না। তার ফলে গতবারের প্লের সময় যে দেনা হয়েছিল তাও শোধ হবে না।

[প্রদীপ এল]

প্রদীপ—গণেশ আছ নাকি ?

গণেশ—কে—প্রদীপ! আরে এসো-এসো। পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি মহেশ্বর দাশগুপ্ত, আমাদের নাট্যসংঘের নাট্যপরিচালক; আর প্রদীপ চ্যাটার্জি—আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলাম—

মহেশ্বর—আচ্ছা!

প্রদীপ—আসুন— (সিগারেট দিল)

গণেশ—তারপর—কি মনে ক'রে প্রদীপ?

প্রদীপ—সেদিন আসতে বলেছিলে—তাইতো এলাম তোমার ক্লাবটি দেখতে···very poor! এই দুর্দিনে গুটিকয়েক মেম্বর নিয়ে drama-club কি ক'রে চালাও হে?

গণেশ—কোনো রকমে টিমটিম ক'রে শিখাটুকু জাগিয়ে রেখেছি মাত্র।

প্রদীপ—কিন্তু তাতে যে তোমরা মারা পড়বে! কি জানো brother, আসল জিনিস হচ্ছে money—money—money is sweeter than honey!

গণেশ—তা জানি। এক কাজ করোনা প্রদীপ—তুমি আমাদের নাট্যসংঘে Join করো—

প্রদীপ—তোমরা যখন চাইছ তখন না বলি কি ক'রে? কি নাটক ধরেছ?

গণেশ—এখনো ঠিক হয় নি।

প্রদীপ—তাহলে নাটক ঠিক ক'রে female artist-দের আনাও—তারপর খবর পাঠিও, আসা যাবে। চললাম—এখুনি একটা পার্টিতে Join করতে হবে।

[চলে গেল]

মহেশ্বর—গণেশবাবু, বেশ শাঁসালো পার্টি ধরেছেন দেখছি! কি ব্যাপার?

গণেশ—ক্লাবের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে তো!

মহেশ্বর—কখনো প্লে-টে্ল করেছে?

গণেশ—না।

মহেশ্বর—He is a man of another type! Party, Female নিয়েই ওর যত কাজ—ওর দ্বারা এসব হবে ব'লে মনে হয় না। তা যাক—আজ থেকে শ্রীমান প্রদীপ চ্যাটার্জি নাট্যসংঘের জগৎশেঠ হিসেবে এলেন—

গণেশ—হ্যা—এইবার আমাদের আগামী নাটক ঠিক করুন।

মহেশ্বর—দেখুন গণেশবাবু, চর্বিত চর্বন আমি পছন্দ করি না। নতুন দিনের নতুন নাটক আমি চাই। সে নাটকে বর্তমানের দুঃখ-দুর্দশা আর দারিদ্র্যের কথাই শুধু থাকবে না, থাকবে ভাবীকালের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি।

গণেশ—কিন্তু কই—কোথায় সে নাটক—কোথায় সে নাট্যকার—

[মঞ্চ ঘুরল]

—চতুর্থ দৃশ্য—

॥ নীলকণ্ঠর ঘর ॥

[ঘরে একটি দরজা, একটি জানালা। জানালার নীচে একখানি ইজিচেয়ার তার সামনে একখানি বড়ো টিপয়। পাশে বিছানা। দরজার কাছে সুইচ বোর্ড, ঘরের এককোণে একটি ছোট আলমারি, তার পাশে ড্রেসিং টেবিল বা একখানি বড়ো আয়না।

দৃশ্যারম্ভ ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজছে... ঘরে আলো জ্বলছে ..চেয়ারে বসে একজন লোক অবিশ্রাম লিখে চলেছেন, তাঁর সামনে মদের বোতল ও গ্লাস। একটু পরে তিনি লেখা থামিয়ে মুখ ফেরান—দেখা যায়, প্রথম দৃশ্যের আগন্তুক, নাম নীলকণ্ঠ। তিনি গ্লাসের মদটুকু গলায় ঢালেন। দয়াল আসে।]

দয়াল—কিগো দাদাবাবু—এখনো আলো জ্বাইলে পড়া-লেখার কাজ হচ্ছে, নাকি! একি, আবার ঐসব ছাইভস্ম গিলছ!

নীলকণ্ঠ—বেশি নয় দয়ালদা, সামান্য·· নইলে লেখার মেজাজ আসে না।

দয়াল—এই সব খাও বলেই তোমার পেটের যন্ত্রণা হয়। নাও এবার ওঠো দিকি—। কতো রাত হয়েছে খেয়াল আছে?

নীলকণ্ঠ—কি করি বল! নাটকটা তাড়াতাড়ি লিখে শেষ করতে হবে। যদি একবার এটা ওদের পছন্দ হয় তাহলে দেখিস, চারদিকে পড়বে বড়ো বড়ো পোস্টার·· রঙ্গলোক থিয়েটার···প্রস্তুতি মাত্র···অভিশপ্তা··· রচনা নীলকণ্ঠ রায়—না না, ধূর্জটি।

দয়াল—ওটা আবার কার নাম গো?

নীলকণ্ঠ—আমারই Pen name—ধূর্জটি। এবার থেকে এই নামেই লিখব। সবাই তো জানে নাট্যকার নীলকণ্ঠ রায় পাগল হয়ে গেছে···তাই

সেই অভিশপ্ত নাম মুছে দিয়ে আমি নবজন্ম লাভ করেছি।·· তুই যা, আর একটু লিখি—

দয়াল—তোমার নিয়ে তো পারা গেল না বাপু! সেই ছেলেবেলা থেকে খালি থ্যাটার করা আর নাটকের বই লেখা···কি নেশায় যে পেয়েছে তা তুমিই জানো!

নীলকণ্ঠ—নেশা! নেশা! এই নেশা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ল অন্য এক মনে··তারপর আমি হলাম সর্বস্বান্ত!

দয়াল—সে সব কথা আর তুলোনি দাদাবাবু·· তুলোনি! সব ভুলে একটু শান্তিতে থাকো দিকিনি।

নীলকণ্ঠ—পারি না রে। রক্তে রয়েছে আমার নাটকের নেশা· মাতাল ক'রে দেয় সমস্ত দেহমন·· ছুটে বেরিয়ে পড়ি রাণাঘাটের এই বাড়ি থেকে কোলকাতার পথে পথে···খুঁজি থিয়েটারে থিয়েটারে·· কিন্তু পেয়েও পাইনা! স্মৃতি যেন আলেয়ার আলো·· মরীচিকা···

দয়াল—দাদাবাবু! দাদাবাবু!

নীলকণ্ঠ—আমার মাথাটা···কি রকম করছে দয়ালদা, এখুনি হয়তো সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে।

দয়াল—(মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়) না, না দাদাবাবু, যা হবার হয়ে গেছে—ওসব ভুলে যাও।

নীলকণ্ঠ—ভুলতে চাই, কিন্তু স্মৃতি···স্মৃতি সব গোলমাল ক'রে দেয়·· that poor memory—

দয়াল—না, তোমার শরীরের এই অবস্থায়—বাজে ভাবনা করা চলবে না। এসব ডাক্তারের মানা।

নীলকণ্ঠ—ডাক্তার! ডাক্তার! আমার অসুখ সারা জীবনেও সারবে না—এ সত্য আমার চেয়ে ডাক্তার জানতে পারে না।

দয়াল—কি বলছ গো দাদাবাবু!

নীলকণ্ঠ—হ্যা। তাইতো…পাগলা-গারদের বন্দীজীবন আমার সহ্য হয়নি… একদিন রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম—

দয়াল—তুমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছ!

নীলকণ্ঠ—সবাই জানে মুক্তি পেয়ে এসেছি। দয়ালদা, ছ বছরের নির্বাসন—আমার মন কখনো মেনে নিতে পারে।

দয়াল—যাক, ভালই করেছ। এবার শুয়ে পড়ো—

নীলকণ্ঠ—শুচ্ছি, তুই যা—

[দয়াল চলে গেল। নীলকণ্ঠ গ্লাসে মদ ঢেলে পান করেন। ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজে।]

রাত একটা। সারা শহর ঘুমন্ত…কিন্তু বিপাশা— ?

[আলমারি থেকে বিপাশার ফটো বের করেন]

এখনো তুমি জেগে! চোখে ঘুম নেই? মুখে সর্বনাশা হাসি কেন! কথা কও! কথা কও!· কি বকছি·· কে কথা কইবে! তুমি যে অনাদি অতীত—তুমি যে কেবল ছবি!

[ফটোখানা টেবিলে রেখে হাতে মদের গ্লাস তুলে নেন]

কি দেখছ? এই তো আমার জীবন। এ জীবনে এটা বিলাস নয়, a new inspiration…একটা নতুন শক্তি পাবার এ এক অপূর্ব প্রয়াস! (পান) You বিপাশা! আমার কি মনে হচ্ছে জানো? তুমি যেন স্বর্গের ইন্দ্রাণী শচী, আর আমি ত্রিদিব-ঈশ্বর মহিষাসুর—তোমাকে ইন্দ্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি আমার এই দৈত্যপুরে। তুমি ভৃঙ্গার থেকে আমার পানপাত্রে সুরা ঢেলে দিচ্ছ, আর আমি·· আমি তোমাকে বলছি— (পান)

"বহ্নিশিখাসম একি তীব্র সুরা করাইলে পান,
দহিল যে অন্তর আমার।
শচী। প্রাণেশ্বরী!
চেয়ে দেখ বারেক ফিরিয়া—
কি উন্মাদ দশা মোর করিয়াছ তুমি!
এসো—কাছে এসো—
সুধামাখা পরশে তোমার
জুড়াও হে জ্বালা।"

বিপাশা। তুমি জানো না—What a miserable life I live! I am in torment! আমি তোমাকে ঘৃণা করি, আমি তোমাকে ভালবাসি। You are always around me. I can feel your very presence!

[সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দেন, চাঁদের আলো জানালা দিয়ে এসে বিছানায় পড়ে। তিনি সেখানে বসেন।]

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।··
কবির অন্তরে তুমি কবি—
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।··
তোমারে পেয়েছি কোন প্রাতে,
তারপরে হারায়েছি রাতে।
তারপরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি· · "

[নিস্তব্ধ নিশীথের সুর জাগে রাত দুটো বাজে। নীলকণ্ঠ স্বপ্নাচ্ছন্ন হন, তারই প্রতিক্রিয়া দর্শকরা দেখতে

পান। দরজার একাংশ আলোকিত হয়, সেখানে দণ্ডায়মানা বিপাশা।

কে ?

বিপাশা—আমি—

নীলকণ্ঠ—তুমি

বিপাশা—বিপাশা—

নীলকণ্ঠ—বিপাশা।

বিপাশা—চিনতে পারছ না ?

নীলকণ্ঠ—পেরেছি। কিন্তু সত্যিই কি তুমি বি-পা-শা ?

বিপাশা—অমন ক'রে ব'লো না। আমি তোমার কাছে ধরা দিতে এসেছি—

নীলকণ্ঠ—অধরা রমণী তুমি—তুমি দেবে ধরা।

বিপাশা—হ্যাঁ—। আমাকে ছবি ক'রে এনেছ আমি আসব না ? তুমি যে দিনরাত আমার কথা ভাবো আমি কি না এসে থাকতে পারি!

নীলকণ্ঠ—কিন্তু কি চাও তুমি ?

বিপাশা—কিছু না। তোমার স্মৃতি তোমার স্মৃতি মাঝে মাঝে আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে আমাকে বেদনা দেয় তাই আমি স্থির থাকতে পারি না ছুটে আসতে চাই তোমাকে দেখতে চাই

নীলকণ্ঠ—কিন্তু না না না, মনে পড়েছে সব কথা। তোমার কোনো অধিকার নেই এখানে আসবার। যাও—চলে যাও—

বিপাশা—তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ দিচ্ছি।

বিপাশা—বেশ যাবার আগে তোমাকে একবার দেখে গেলুম—এই আমার সান্ত্বনা।

নীলকণ্ঠ—না, না! আমি ভুল করেছি। আমাকে একা অসহায় রেখে তুমি যেয়ো না—

বিপাশা—না—

নীলকণ্ঠ—দাঁড়াও।

বিপাশা—না—না—

নীলকণ্ঠ— বিপাশা—

বিপাশা—না—না—না—

[দরজার আড়ালে মিলিয়ে যায়। নীলকণ্ঠ জেগে ওঠেন—]

নীলকণ্ঠ—বিপাশা—বিপাশা—

[দরজার দিকে যেতে গেলে ধাক্কা লেগে পড়ে যান তারপর উঠে দাঁড়ান—]

কোথা গেল কোথা গেল? বিপাশা—বিপাশা—

[দরজা খোলে— নীলকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত হয়েছেন.. প্রবেশ করল দয়াল

দয়াল—দাদাবাবু দাদাবাবু—(আলো জ্বালাল) কি হয়েছে দাদাবাবু?

নীলকণ্ঠ—বিপাশা— বিপাশাকে দেখলি দয়াল?

দয়াল—সে আবার কে? আমি তো চিনি না।

নীলকণ্ঠ—এইমাত্র এসেছিল

দয়াল—কেউ তো আসেনি— আমি তো বারান্দায় শুয়েছিনু।

নীলকণ্ঠ—কিন্তু আমি দেখেছি—

দয়াল—হয়তো স্বপ্ন দেখেছ।

নীলকণ্ঠ—স্বপ্ন! স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

দয়াল—মাঝে মাঝে হয় বইকি। নাও, এখন শুয়ে ঘুমোও দিকি—

নীলকণ্ঠ—ঘুম আর হবে না। বুকের মাঝে বড়ো ব্যথা—

দয়াল—তুমি শোও, আমি হাত বুলিয়ে দিই—

নীলকণ্ঠ—ব্যথার আগুন রাবণের চিতার মতো এখানে জ্বলছে…হাত দিসনি…পুড়ে যাবে! সে-আগুন নেভাতে পারে একমাত্র—

[মদের বোতল চেপে ধরেন, দয়ালও তাঁর হাত চেপে ধরে—]

দয়াল—না—না দাদাবাবু—

নীলকণ্ঠ—দয়ালদা!

দয়াল—না—না—ও বিষ তুমি খেয়ো না—ও বিষ তুমি খেয়ো না—

নীলকণ্ঠ—You stupid! Get out I say—

[ধাক্কা দিলেন, পড়ে গিয়ে দয়ালের কপাল কেটে যায়। নীলকণ্ঠ মদ ঢালেন।]

দয়াল—আমাকে মারলে! তোমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি দাদাবাবু! আমাকে চড় মারো, লাথি মারো, জুতো মারো—সব আমি সইব—তবুও তোমাকে মদ খেতে দোবো না—খেতে দোবো না—

[চোখে জল…কপালে রক্ত…এই অবস্থায় মঞ্চ ঘুরল

—পঞ্চম দৃশ্য—

॥ রঙ্গলোক থিয়েটার—প্রোপ্রাইটরের চেম্বার ॥

[সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে মিঃ বটব্যাল রিভলভিং চেয়ারে ব'সে কতকগুলো ফটো দেখছিলেন। তাঁর টেবিলের ওপর প্লাস্টিক সেটে লেখা—Proprietor Mr. A. Batabyal ; একধারে টেলিফোন।]

বটব্যাল—All nonsense! (ঘুরলেন) এরা হিরোইন হবে—রঙ্গলোক থিয়েটারের হিরোইন! How funny! Paper-এ advertisement-এর পর একশো মেয়ের ফটো হাজির।

[সুইং-ডোর ঠেলে বিপাশা দাঁড়ায়]

বিপাশা—আসব?

বটব্যাল—Hallo…আসবেন বই কি, সেই সঙ্গে বসবেনও।

বিপাশা—ধন্যবাদ।

বটব্যাল—আপনার ফটো আর Petition পেয়েছি। আপনার talent সম্বন্ধে আমার কোনো প্রশ্ন নেই—যেহেতু আমার এই থিয়েটারে ব'সে night after night আপনার অভিনয় দেখেছি। কিন্তু কি জানেন…এমনি মুস্কিল…একশো মেয়ে হিরোইন হতে চাইছে… আমার অনেক friendদের ধরে আমাকে সুপারিশ করছে… টেলিফোনে বিরক্ত করছে…এখানে এসে meet করছে…কাকে যে নিই কাকে যে বাদ দিই that's rather a problem to me—

বিপাশা—তাহলে কি আশা নেই?

বটব্যাল—নেই একথা জোর ক'রে বলি কি ক'রে—as you are a well-known figure—তবে…

বিপাশা—তবে— ?

বটব্যাল—এক কাজ করতে পারেন…public-board এর touch-এ থাকা ভালো ; chance যে কখন কি ভাবে আসে কিছু বলা যায় না,…তাই বলছিলাম, আমার থিয়েটারে আপনি reserve artist হিসেবে Join করুন—

বিপাশা—তার মানে আমাকে রোজ ঠিক সময়ে এসে হাজিরা দিতে হবে, আর কবে রেগুলার আর্টিস্ট এবসেণ্ট হবে তার প্রতীক্ষা করতে হবে !

বটব্যাল—সবুরে মেওয়া ফলে বিপাশা দেবী।

বিপাশা—আবার বেশি সবুরে মেওয়া শুকিয়েও তো যেতে পারে মিস্টার বটব্যাল !

বটব্যাল—উঁহুঁ, শুকিয়ে আমি যেতে দেবো না; ঠিক সময়ে তাকে তুলে নেব— !

বিপাশা—মিস্টার বটব্যাল !

বটব্যাল—মানে boardএর ওপর তাকে represent করব !

বিপাশা—সেটা কি এখনই করা যায় না ?

বটব্যাল—আচ্ছা, ভেবে দেখি…ইয়ে…এক কাজ করুন না, আজ আমার সঙ্গে আর একবার meet করুন—say at about 9 p.m.—সে সময়ে কিন্তু আমাকে এখানে পাবেন না, আমার একটা Permanent chamber আছে Hotel Chowringheeতে—Room number 99—

বিপাশা—হোটেলে…রাত ন'টায়…

বটব্যাল—Yes—best time to see me and to talk freely !

বিপাশা—না-না, অসম্ভব।

বটব্যাল—কি অসম্ভব ?

বিপাশা—আমার পক্ষে ওখানে যাওয়া…মানে আমি পারব না।

বটব্যাল—Just think yourself—যদি পারেন, কোনো দ্বিধা না ক'রে চলে আসবেন—

বিপাশা—না—আমি চিন্তা করেই বলেছি।

বটব্যাল—Chanceটা তাহলে—

বিপাশা—চাইনা।

বটব্যাল—তবে কষ্ট ক'রে এসেছেন কেন!

বিপাশা—ভুল করেছি। আমি জানতুম না যে এইভাবে চান্স নিতে হয়—

বটব্যাল—কি ভাবে! (হাসেন) এও কি জানতেন না বিপাশা দেবী—যে, কিছু নিতে হ'লে কিছু দিতে হয়!

বিপাশা—জানতুম না, তবে সেটা থিয়েটারের মালিকের কাছে জেনে গেলুম!

[চ'লে যায়। বটব্যাল হাসতে থাকেন টেলিফোন বাজে, বিসিভার তোলেন।]

বটব্যাল—হ্যালো!…লোহারাম চনচনিয়া!…ফরমাইয়ে…আঃ, ব্যাটবল সা'ব নহী—বটব্যাল।…ঠিক হ্যায়, লেকিন পচপন হাজার ভাও… হাঁ-হাঁ…ফরেনকা চিজ…জরুর!…ফিন ব্যাটবল! বটব্যাল—। …নমস্তে!

[শিবশক্তি আসেন]

শিবশক্তি—দাদা!

বটব্যাল—আরে শর্মা! এসো, ব'সো—তারপর মঞ্চবাণী পত্রিকার সম্পাদক—কি মনে ক'রে?

শিবশক্তি—দাদা তো শুনছি নতুন নাটক start করছেন, তাই কি আমাকে স্মরণ করেছেন?

বটব্যাল—ও, হ্যাঁ—ছাখো শর্মা, এবারে কাজ আরও বেশি হওয়া চাই। দেখছ তো পাঁচ-পাঁচটা থিয়েটারে কি রকম competition চলেছে! তার ওপর আছে কয়েকটা অ্যামেচার দলের—

শিবশক্তি—প্রফেসন্যাল হবার ইচ্ছে! (হাসেন) দাদা, ওসব ব্যাঙের ছাতা—হঠাৎ গজিয়েছে, হঠাৎ লোপ পাবে!

বটব্যাল—এই সব অর্বাচীনের দল আমাদের sale hamper করাচ্ছে! তুমি এদের againstএ একটু—

শিবশক্তি—লিখব দাদা, আপনাদের দয়াতেই যখন আছি তখন নিশ্চয় লিখব। এই শিবশক্তি শর্মার কলম is mighter than a sword!

বটব্যাল—লিখো তাহলে। অবশ্য আমিও চেষ্টায় আছি—নাট্য-উন্নয়নের নামে আমার থিয়েটারে ওদের কিছু কিছু সুযোগ দিয়ে ওদেরই পিঠ চাপড়ে আমার স্বার্থ বজায় রাখতে।

শিবশক্তি—খুব ভালো idea দাদা!

বটব্যাল—তবে! অন্য কোনো থিয়েটারের মালিক কি একথা ভেবেছে! হ্যাঁ, যে জন্যে তোমাকে ডেকেছি—আমাদের নতুন নাটকের publicityর কথাটা যেন ভুলো না—

শিবশক্তি—ভুললে business চালাব কি ক'রে? আপনি দেখবেন, সমালোচনার নামে আপনার নাটকের যা publicity দেবো না—

বটব্যাল—তাহলে আমি নিশ্চিন্ত?

শিবশক্তি—নিশ্চিন্ত। Advanceটা করে দিন দাদা—

বটব্যাল—এখনই—?

শিবশক্তি—অন্য কোনো থিয়েটার যদি আমাকে Book ক'রে নেয়, তখন কি আর আপনার নাটক নতুন দিগন্ত রচনা করতে পারবে!

বটব্যাল—আচ্ছা-আচ্ছা! (চেক দেন)

শিবশক্তি—পাঁচশো…

বটব্যাল—আপাতত—success হ'লে আরও পাঁচশো।

শিবশক্তি—চলি দাদা—বই open হ'লে একদিন এসে পত্রিকায় কি লিখতে হবে তার dictationটা নিয়ে যাব।

বটব্যাল—ওহে শোনো শোনো—। এবারে আরও একটি কাজ তোমাকে করতে হবে। পঁচিশ-তিরিশ জন লোক আমার চাই—

শিবশক্তি—কেন দাদা, নতুন নাটকে crowd scene আছে বুঝি ?

বটব্যাল—না—বই open হবার দিন থেকে at least hundred nights তারা regular show দেখবে। অবশ্য তাদের আমি pass issue করব আর monthly paymentও দেবো—

শিবশক্তি—তারা কি করবে ?

বটব্যাল—Through out the auditorium ছড়িয়ে থাকবে—situation অনুযায়ী হাততালি দেবে, তারিফ করবে—এক কথায়—

শিবশক্তি—Publicity !

বটব্যাল—Yes—yes.

শিবশক্তি—হবে দাদা—ঠিক সময়ে আপনাকে আমি respectable audience supply দেবো। চলি—

[চলে যান]

মহেশ্বর—(বাইরে থেকে) May I come in sir ?

বটব্যাল—Yes—

[মহেশ্বরবাবু এলেন]

কে ? ও—! কাল তো আপনাকে কতবার বলেছি হবে না, হবে না, হবে না ! Still you have come !

মহেশ্বর—মিস্টার বটব্যাল, আপনি ইচ্ছে করলে—

বটব্যাল—Excuse me, আমি তা পারি না। নতুন বই start করছি, নতুন লোকের direction public নেবেই না।

মহেশ্বর—দেখুন, এ লাইনে আমার দশ বছরের অভিজ্ঞতা—

বটব্যাল—আপনার নামটা কি যেন…

মহেশ্বর—মহেশ্বর দাশগুপ্ত।

বটব্যাল—কখনো শুনেছি ব'লে তো মনে হয় না। আপনি কি কখনো Public Theatreএ—

মহেশ্বর—আজ্ঞে না, এ্যামেচার থিয়েটারে—

বটব্যাল—এ্যামেচার থিয়েটারে—I see !

মহেশ্বর—অনেক এ্যামেচার ক্লাবের, অনেক অফিস-ক্লাবের বহু নাটক আমি পরিচালনা করেছি। দরকার হলে Reporterদের commentation—

বটব্যাল—থাক থাক, দরকার হবে না—ওগুলো পকেটেই রাখুন।

মহেশ্বর—কোলকাতার প্রত্যেকটা Drama-club আমাকে চেনে স্যর।

বটব্যাল—Stop, stop please ! তাদের চেনা-শোনায় আমাদের চলে না।

মহেশ্বর—আমার সব কথা আপনি শুনছেন না।

বটব্যাল—শুনে দরকারও নেই। আপনাকে নেওয়া মানেই—wastage of time and money—কারণ যে নাটক আমি start করছি তা at least আমাকে হাজার রাত চালাতে হবে। তাই ভাবছি, উপযুক্ত লোক না পেলে নির্দেশনার ভার আমাকেই নিতে হবে।

[দরজায় নীলকণ্ঠকে দেখা গেল। হাতে সিগারেট।]

নীলকণ্ঠ—আসতে পারি ?

বটব্যাল—কে ! আসুন, আসুন ধূর্জটিবাবু—বসুন—চা খাবেন ?

নীলকণ্ঠ—খেয়ে আসছি।

বটব্যাল—তা হোক, আর এক কাপ—

নীলকণ্ঠ—দরকার নেই।

বটব্যাল—তাহলে কফি—কোকো—any cold drink—

নীলকণ্ঠ—No, thanks.

বটব্যাল—সিগারেট— ?…পান ?

নীলকণ্ঠ—না।

বটব্যাল—চলে না বুঝি!

নীলকণ্ঠ—চলে সবই।

বটব্যাল—তাহলে আপনি—

নীলকণ্ঠ—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, কাজের কথা হোক—। নাটকটা পড়েছেন?

বটব্যাল—পড়েছি।

নীলকণ্ঠ—খুব ভালো লেগেছে নিশ্চয়ই!

বটব্যাল—কেমন ক'রে বুঝলেন?

নীলকণ্ঠ—নইলে অত খাতির করবেন কেন!

[দুজনেব হাসি, আবার টেলিফোনের শব্দ]

বটব্যাল—Hallo…yes speaking…wait a bit…Excuse me ধূর্জটিবাবু, some business talk…দেখুন, আপনার পুরো মাল delivery দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না…না-না, খুব বেশি দেরি নয়, দু'একদিনের ভেতর জাহাজ আসছে…yes, yes…তা all total তিন লাখ টাকা।…আচ্ছা, নমস্কার!——দেখুন মিস্টার দাশগুপ্ত, আপনাকে শেষবারের মতো ব'লে দিচ্ছি—এ্যামেচার ক্লাবের ডাইরেক্টরের ওপর আমার কোনো আস্থা নেই। যেতে পারেন—

নীলকণ্ঠ—আপনি বুঝি এ্যামেচার ক্লাবে ডাইরেকসন দেন?

মহেশ্বর—আজ্ঞে হ্যাঁ—

নীলকণ্ঠ—বসুন বসুন—আপনার সঙ্গে আলাপ করি। আপনাদের এ্যামেচার ইউনিটগুলোই তো বাঙলার রঙ্গমঞ্চে জোয়ার এনেছে।

বটব্যাল—এ্যামেচার ইউনিট!

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ—সিনেমার চাপে রঙ্গমঞ্চগুলো যখন মরতে বসেছিল, সেই চরম বিপদের দিনে এরা মোটা টাকায় বোর্ড ভাড়া নিয়ে আপনাদের বাঁচিয়েছিল; এদেরই দৌলতে আজ আপনারা solvent!

বটব্যাল—খুব তো শখের থিয়েটারের জয়গান করছেন ! জানেন কি—এদের নাটকের treatment কতো weak, এদের Production-এ কতো গলদ ! আমার থিয়েটারের বক্সে ব'সে ওদের অভিনয় দেখি আর হাসি ! Am I correct Mr. Dasgupta ?

মহেশ্বর—দেখুন, অর্থ-সমস্যায় আমরা সবচেয়ে বিব্রত থাকি, তাই গলদ থাকাটা কিছু আশ্চর্যের নয়। তারপর উচ্চমূল্য দিয়ে আপনাদের মঞ্চ আদায় করতে আমরা অনেকেই পারি না। যে দিন শহরের পার্কে পার্কে আর পল্লীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে আমাদের জন্য মুক্তাংগণ মঞ্চ তৈরি হবে, সেদিন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে নাটকের মান, অভিনয়ের মান আমরা আরও উন্নত করতে পারব। আচ্ছা, চললাম—

নীলকণ্ঠ—সে কি মশাই, আপনার সঙ্গে কথা বলাই হ'ল না—

মহেশ্বর—আপনি আসুন, আমি বারান্দায় অপেক্ষা করছি—

[বেরিয়ে গেলেন]

নীলকণ্ঠ—যাই বলুন মিস্টার বটব্যাল— বাঙলার নাট্য-আন্দোলনে এ্যামেচার থিয়েটারের দান অনেক। এরা নাটকের সাবেক একঘেয়ে ধারা পাল্টে দিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনাদের চোখের সামনে নাটক মঞ্চস্থ ক'রে চলেছে। শুধু নাটকের ক্ষেত্রেই নয়—অভিনয় দৃশ্যপট আলোকসম্পাত সব দিকেই এরা নবযুগের সৃষ্টি করেছে।

বটব্যাল—ধূর্জটিবাবু, প্রসঙ্গটা ক্রমশ অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম—আমাদের আগামী নাটক—আপনারই লেখা 'অভিশপ্তা'।

[ড্রয়ার থেকে স্ক্রিপ্ট বের করেন]

নীলকণ্ঠ—Many thanks. তারপর ?

বটব্যাল—দেখুন, publicয়ের দিকে তাকিয়ে আমাদের অনেক কিছু করতে হয়—কারণ দশ টাকার দর্শক যা চায় এক টাকার দর্শক তার চেয়ে অন্য রকম আশা করে। তাই এরই মাঝামাঝি যদি কিছু একটা face করতে পারি—

নীলকণ্ঠ—তাহলেই বাজীমাৎ! (দুজনের হাসি)

বটব্যাল—তাই বলছিলাম, বইটাব কয়েকটা সিন যদি আমার কথামত সামান্য একটু rewrite করেন—

নীলকণ্ঠ—মাপ কববেন, আমি লিখি আমার মনের তাগিদে—আপনার প্রযোজনে নয।

বটব্যাল—Let me finish—

নীলকণ্ঠ—পুরোপুরি ব্যবসার মন নিয়ে আপনারা এ জগতে আসেন তাই আপনারা ভুলে যান—A nation is known by it's stage! মঞ্চ দেশকে, জাতিকে পথনির্দেশ করে। সেই মঞ্চকে ব্যবসার খাতিরে আপনারা—

বটব্যাল—আহা-হা, কথাটা ওভাবে নিচ্ছেন কেন? আপনার 'অভিশপ্তা' really is a good drama···কিন্তু দেখুন, Climaxএর বড়ো অভাব—

নীলকণ্ঠ—Climax!

বটব্যাল—yes—একটু হাততালি না পডলে—

নীলকণ্ঠ—তাহলে মশাই, সেকেলে যাত্রার দল খুলুন—কথায় কথায় সস্তা হাততালি পাবেন।

বটব্যাল—না—মানে, একটু আধটু Climax—

নীলকণ্ঠ—দেখুন কিছু মনে করবেন না···Climaxএর আপনি কি বোঝেন বলুন তো? কই দেখান তো—এ নাটকে কোথায় Climaxএর অভাব?

বটব্যাল—আচ্ছা, ওটা থাক। কিন্তু আরও কতকগুলো নাচগান না দিলে—

নীলকণ্ঠ—নাটকটা বেশ cheap হচ্ছে না, কি বলুন !

বটব্যাল—না-না, ঠিক তা নয়…মানে, ব্যাপারটা হচ্ছে কি জানেন… আজকালকার দর্শক—

নীলকণ্ঠ—Please আজকালকার দর্শক সম্বন্ধে কোনো কথা বলবেন না। আমি জানি They are more sensitive and more careful ! ওরা আর সস্তার মোহে ভোলে না—যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওদের মনেরও পরিবর্তন হযেছে।

বটব্যাল—ধূর্জটিবাবু, আপনি তো আমার কোনো কথাই নিলেন না। অন্তত একটা Suggestion তো নিন—

নীলকণ্ঠ—বেশ, বলুন—

বটব্যাল—আপনার নাটকের last Sceneটা comedy না রেখে tragedy করে দিন…মানে আপনার ঐ নায়ককে আত্মহত্যা করিয়ে…

নীলকণ্ঠ—তার আগে আপনার আত্মহত্যা করা উচিত ! কি চান আপনি ! থিয়েটারের প্রোপ্রাইটর বলেই কি আমাকে নাটক লেখা শেখাচ্ছেন ! জেনে রাখুন—The dramatist is born, not made !

বটব্যাল—আঃ ধূর্জটিবাবু, শুনুন—

নীলকণ্ঠ—না ! আপনার অনেক কথাই আমি শুনেছি—এবার আমার একটি কথা শুনুন। এ্যামেচার দলই আমার এ নাটক করবে। কার্ড পাঠিয়ে দেবো—দয়া ক'রে দেখে আসবেন !

[বেরিয়ে গেলেন।……মঞ্চ ঘুরতে থাকে।]

—ষষ্ঠ দৃশ্য—

॥ নাট্যসংঘ ॥

[সন্ধ্যা সাতটা। ঘব খালি। বাইরে গোলমাল —"পকেটমার। পকেটমাব!"...দেখা গেল—২২।২৩ বছরেব এক তরুণকে ধ'বে এনে সুশীল ঘরেব মেঝেয় ফেলে দিল, সঙ্গে রাখহরি।]

সুশীল—কাঁদছিস যে আবার!

তরুণ—না···না···মারবেন না···আমাকে মারবেন না···

সুশীল—না, মারবে না—পূজো করবে!

রাখহরি—ব্যাটা পকেটমার, আমাগো সাথে চালাকি!

সুশীল—আমার বাড়ির সামনে আমার পকেটে হাত!

রাখহরি—এই, টাকা বাইর কর—

তরুণ—টাকা নেই—আমার সঙ্গে যাবা ছিল, তারা নিয়ে পালিয়েছে—

রাখহরি—তাহলে চান্দ, আরও কিছুক্ষণ গুঁতা খাইয়া ফিইর‍্যা যাও—

তরুণ—হ্যাঁ—আপনারা মারুন। আপনাদের মার দারিদ্রের মারের চেয়ে অনেক ভালো। সে আমি সইতে পারব। কিন্তু সইতে পারি না—যখন দেখি আমার চোখের সামনে আমার মা-ভাই-বোন না খেয়ে দিন কাটায়—

সুশীল—ওসব শুনিয়ে কিচ্ছু সুবিধে হবে না।

রাখহরি—সব ধাপ্পাবাজী—

সুশীল—হ্যাঁ হ্যাঁ—দেখে বুঝছিস না প্রফেসন্যাল!

তরুণ—বিশ্বাস করুন···লেখাপড়া শিখে অনেক চেষ্টা ক'রেও চাকরি পেলাম না। বাবা এক ফোঁটা ওষুধের অভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে মারা

গেলেন! ঘরে আমার মা ভাই বিয়ের যোগ্য বোন। এদের ভরণ-পোষণের চিন্তায় আমি পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াই; তারপর একদিন পকেটমারদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। আপনারা··· আপনারা আমায় সত্যিকারের জীবনে প্রতিষ্ঠা দিন। এই ঘৃণ্য জীবন আর আমি সইতে পারি না···সইতে পারি না···

[এমন সময়ে মহেশ্বর ও গণেশ এল। গণেশের বগলে পাণ্ডুলিপি আর পিজবোর্ডের একটা প্ল্যাকার্ড; সে হাততালি দিল—]

গণেশ—বাঃ···চমৎকার রিহার্সেল হয়েছে!

[তরুণটি ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়াল; গণেশ প্ল্যাকার্ড টাঙাল, তাতে লেখা—"ধূর্জটি বিরচিত অভিশপ্তা"]

তরুণ—(হেসে) কেমন হয়েছে মহেশ্বরদা?

মহেশ্বর—unique! বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে আমরা খুশি হয়েছি বিজয়। কয়েকটা action আরও ভাল করা যায়—পরে দেখিয়ে দেবো।

বিজয়—গণেশদা, বইটা দেখি—। এই, বোস—আমাদের সব সিনগুলো একটু দেখে নিই আয়।

মহেশ্বর—গণেশবাবু, এই মহেশ্বর দাশগুপ্তর নবতম আবিষ্কার নাট্যকার ধূর্জটি আর তাঁর নাটক 'অভিশপ্তা'।

গণেশ—সত্যি মহেশ্বরবাবু, এতদিন পরে একখানা সত্যিকারের নাটক পেয়েছি। এই নাটক আমরা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে তৈরি করব।

মহেশ্বর—এ নাটকের জন্য ধূর্জটিবাবুকে কত Royalty দিচ্ছেন?

গণেশ—এ্যামেচার ক্লাব—এ্যামেচার শো—Royalty দিতে হবে?

মহেশ্বর—হবে না! কি বলেন মশাই? আট-নশো টাকা দিয়ে স্টেজ ভাড়া করবেন, মেয়েদের দেবেন ছ'তিনশো টাকা, তারপর ষাট-সত্তর টাকার মিউজিক, একশো টাকার ড্রেস, দুশো টাকার স্পেশাল

লাইট, টেপ-রেকর্ডের জন্য একশো, শো'র দিন আরও দু-একশো Rofreshment-এ খরচ করবেন—তবু নাট্যকারের দিকে ফিরেও তাকাবেন না ? পৃথিবীর সব সভ্য দেশে যে এই প্রথা আছে—

গণেশ—কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। ধূর্জটিবাবুর প্রাপ্য দক্ষিণা আমরা নিশ্চয়ই দেবো। কিন্তু উনি প্রথম দিন এসে বইখানা দিয়ে সেই যে গেলেন আর তো এলেন না। কোথায় থাকেন ভদ্রলোক ?

মহেশ্বর—কোলকাতার বাইরে কোথায় যেন থাকেন, তবে প্রায়ই কোলকাতায় আসেন। আমার ঠিকানাটা নিয়ে গেছেন, ব'লে গেছেন শীঘ্রি একদিন আমার বাসায় আসবেন। এলে এখানে নিয়ে আসব। যাক, এখন কাজের কথা হোক। শান্তশ্রীকে দিয়ে হিরোইন হবে না—ও ঠিক পারছে না।

গণেশ—তাহলে— ?

মহেশ্বর—বিপাশাকে আনুন। হীরাবাঈ-এর অভিনয় সে-ই ভালো করবে।

গণেশ—কিন্তু টাকার অঙ্কটা যে অনেক—পুরো একখানা নোট—একেবারে একশো—

মহেশ্বর—তার সঙ্গে আরও এক ! ভাববার কিছু নেই, অভিনয় দিয়ে শোধ করবে। তাছাড়া ভয় কি—জগৎশেঠ তো আছেই।

গণেশ—তাহলে আজই বিপাশাকে খবর দিচ্ছি।

নয়ন—(বাইরে থেকে) নেপথ্য থেকে বলছি—যেতে পারি কি ?

গণেশ—কে ?

নয়ন—আমি নয়নচাঁদ।

[সকলে একটু হাসাহাসি করল। বৃদ্ধ নয়নচাঁদ এলেন। প্রম্পটারের যাবতীয় কাজ এঁর ম্যানিয়া।]

গণেশ—আপনি মশাই প্রম্পটার—আপনার দেরি হ'লে কি ক'রে কি হয় বলুন তো !

নয়ন—দেরি! হ্যাঁ—তা একটু হ'ল বটে। কিন্তু বেশি তো নয়—

গণেশ—ওকি, আপনি অমন ক'রে কি দেখছেন?

নয়ন—এ্যাঁ—? কই—কোথায়—কখন?

গণেশ—এই তো এতক্ষণ ধ'রে। মনে হচ্ছিল যেন আমাকে আপনি প্রম্পট করছেন!

নয়ন—হে-হে-হে-হে! পমটার মানুষ—পমটিংই তো করব গো গণেশবাবু। নিন আমায় কিছু এ্যাডভানের টাকা দেন দিকি। শুনছেন—?

গণেশ—ও—এ্যাডভান্স! আচ্ছা এই নিন—

[পাঁচ টাকাব নোট দিল]

নয়ন—এখন তাহলে স্বস্থানে প্রস্থান করি—

গণেশ—সে কি! রিহার্সেলে থাকবেন না?

নয়ন—আজ আর থাকতে পারছি কই! একটা ফুল-রিযেসেল আছে—

গণেশ—এ রকম করলে প্লের সময—

নয়ন—কিচ্ছু হবে না। গণেশবাবু, আমরা হচ্ছি আপনার গিয়ে পেশাদার পমটার—ঐ নিতাই কানুর মতো আরমেচার নই!

গণেশ—কে বলেছে আপনি এ্যামেচার?

নযন—হ্যাঁ, আমি নয়নচাঁদ—চল্লিশ বছর ধ'রে পমটিং ক'রে আজ বুড়ো হয়েছি। পেলের দিন নাটকের মলাট দেখেই—হড়হড় ক'রে মুখস্ত ব'লে যাব না!

গণেশ—কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন নয়নবাবু, আমাদের এই নাটকটা সেকালের পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক নয়—

নয়ন—তাতে কি হয়েছে গণেশবাবু। বলি ইংরিজি ডায়লটগুলো ঐ আপনাব গিয়ে ম্যানকিপটে বাংলায় বেশ গোটাগোটা ক'রে লিখেছেন তো?

গণেশ—হ্যাঁ, ম্যানাস্ক্রিপ্টে ইংরিজি কথাগুলো সব বাংলা অক্ষরেই দেওয়া হয়েছে।

নয়ন—মাভৈঃ গণেশবাবু!

গণেশ—ভরসা কই! অভিজ্ঞ লোক বলেই আপনাকে নিয়েছি, দেখবেন শেষ পর্যন্ত যেন—

নয়ন—আঃ গণেশবাবু, আমি সব্বাইকে…ছেলেমেয়ে সব্বাইকে ম্যারেজ করব।

গণেশ—কী করবেন?

নয়ন—ম্যারেজ—ম্যারেজ। হাসির কথা নয়, এই বুড়ো নয়নচাঁদকে যে যতই নেকলেশ করুক, থিয়েটারের দিনে—হাঃ-হাঃ…একি, অট্টহাস্য ক'রে ফেললাম নাকি!

মহেশ্বর—না, না নয়নবাবু, আপনি মৃদুহাস্য করেছেন! থিয়েটারের দিনে কি হয় সেইটা বলুন।

নয়ন—সে তো আপনি জানেন শ্বর—থিয়েটারের দিনে সবাই আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ে—দাদু আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও! তারপর আমি এমন পমটিং করি, আটিস তো শোনেই, সারা অডিটারের লোকও শুনতে পায়!

মহেশ্বর—তা পায়। গ্রীনরুম থেকে আমরাও অডিটোরিয়ামের চিৎকার শুনতে পাই—প্রম্পটার আস্তে—!

নয়ন—হ্যাঁ—তবেই বলুন! একি আর নিতাই কাণ্ডর গলা—যে আটিসকে মারব! এই নয়নচাঁদ সে পাত্র নয়—অডিটার আমাকে মারে মারুক, কিন্তু আটিস বাঁচুক!

গণেশ—প্রম্পটিংএর সময় আপনি কিন্তু বড্ড হাত-পা নাড়েন।

নয়ন—এ্যাই দেখুন, একটু মুশোন-টুশোন না দেখালে ওরা যে আবার এস্টেজে ঠিকমত করতে পারে না; যেখানে যা নেই তাই দিয়ে বসে।

ধরুন—এক জায়গায় হয়ত শুধু পতন আছে, সেখানে পতন আর মূর্চ্ছা দুটোই হয়ে যাবে !

গণেশ—তারপর ?

নয়ন—আবার যদি কোথাও সক্রোধে প্রস্থান থাকে তাহলে প্রস্থানের সময় দিয়ে যাবে একটা পদাঘাত ! হে-হে-হে, এই তো সব আবমেচার আটিস !

[চলে গেলেন, সকলে খুব হেসে উঠল। শান্তশ্রী এল। গণেশ আলমারি থেকে খাতাপত্র বের ক'রে লিখতে থাকে।]

মহেশ্বর—কি রে শান্তশ্রী—

শান্তশ্রী—কি বলুন—

মহেশ্বর—তুই যে দেখছি এরই মধ্যে প্রফেসন্যাল হয়ে উঠলি !

শান্তশ্রী—কেন ?

মহেশ্বর—কটা বেজেছে ?

শান্তশ্রী—ও—আরও আগে আসা উচিত ছিল। বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছি, প্রদীপদার অফিসে রিহার্সেল ছিল—

মহেশ্বর—বেশির ভাগ অফিস-ক্লাবই তোমাদের মাথায় তুলে দাম বাড়াচ্ছে ! তাদের পাল্লায় পড়লে সময়জ্ঞান বিবেকবুদ্ধি সব হাবাবি। এ লাইনে নতুন এসেছিস—সময় সম্বন্ধে একটু সচেতন হ, নইলে উন্নতি হবে না। ভালকথা, তোর রিস্টওয়াচ আছে ?

শান্তশ্রী—না।

মহেশ্বর—কিচ্ছু ভাবিস না, উন্নতি হলেই রিস্টওয়াচ হবে।

[এই সময়ে প্রদীপ এসে দাঁড়াল, মহেশ্বরবাবু তার দিকে একবার তাকালেন]

তখন দেরি ক'রে রিহার্সেলে আসবি, মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখবি,

তারপর হঠাৎ ব'লে বসবি—আমি এবার চলি, আমার অমুক জায়গায় রিহার্সেল আছে!

শান্তশ্রী—(হেসে উঠল) না মহেশ্বরদা, আমি তা করব না।

মহেশ্বর—করবি ভাই, করবি।

প্রদীপ—কি ব্যাপার হে গণেশ—খাতাপত্র নিয়ে কি অত ভাবছ!

গণেশ—প্রদীপ, তোমাকে যা বলেছিলাম—ড্রেস 'বুক' করতে হবে, মেয়েদের এ্যাডভান্স দিতে হবে, অর্কেস্ট্রা-হ্যাণ্ডদের—

প্রদীপ—আচ্ছা-আচ্ছা ভাই, বুঝেছি। এই নাও একশো—

সুশীল—ওঃ, প্রদীপদা একাই একসো!

প্রদীপ—তোরা ব'সে ব'সে কি করছিস রে—উঠে পড। মহেশ্বরবাবু, আগে ওদের সিন তুলুন।

বিজয়—আমাদের সিন তৈরি—

প্রদীপ—বকাস নি – তোরাই শেষ পর্যন্ত ডোবাবি!

মহেশ্বর—শান্তশ্রী, তুই একেবারে নতুন—হীরাবাঈ ঠিকমত করতে পারবি না। ওটা বিপাশা করবে।

শান্তশ্রী—তাই বুঝি, খুব ভাল হয় তাহলে!

মহেশ্বর—তোর স্ট্রীট-সিঙ্গারের পার্ট final। মেয়েটা ফুটপাথে নাচছে আর গাইছে, একজন হারমোনিয়ম বাজাচ্ছে, চারদিকে লোক জমেছে—কইরে বাবা, কেউ তো নেই দেখছি! রাখহরি, সুশীল, তোমরা ঠিকমত দাঁড়িয়ে পড়ো। বিজয়, তোমাকে তো পকেট মারতে হবে—নাও, সুশীলের পেছনে যাও—। Every body ready—? শান্তশ্রী, তোর নাকি এ ধরণের নাচ তোলা আছে—নাচ—আমি দেখতে চাই—start—one, two, three—

[শান্তশ্রীর নাচ আরম্ভ হয়, নাচের মধ্যেই দৃশ্য ঘুরে যায়]

—সপ্তম দৃশ্য—

॥ বিপাশার ড্রইংরুম ॥

[ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে ন'টা বাজল। বলাই ফুলদানি, টিপয় ইত্যাদি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করছিল।]

বলাই—অয়—রাত ন'টা বাজতেছেন—এইবার ছোড়দিমণি ফেরবেন—তারপর বড়দিমণি। যাই—ঠাকুররে তাড়া দেই।

[চলে যায়। শান্তশ্রী গুনগুন ক'রে গান গাইতে গাইতে ঢোকে, তার হাতে একঝাড় রজনীগন্ধা। সে ফুলদানি সাজাচ্ছে, এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়ায় প্রেমময়—হাতে তার ছোট শ্বেতপদ্ম।]

প্রেমময়—শান্তশ্রী দেবী—শান্তশ্রী দেবী—

শান্তশ্রী—প্রেমময়বাবু! আসুন—

প্রেমময়—কী গাইছিলেন—গুন গুন গুন রবে?

শান্তশ্রী—কি বলুন তো?

প্রেমময়—বুঝি কোনো ব্যথা হবে!

শান্তশ্রী—উহুঁ—

প্রেমময়—তবে?

শান্তশ্রী—বলুন না—আপনি তো কবি!

প্রেমময়—কবি! হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের দেশে যারা জন্মায় তারা সবাই অন্তরে অন্তরে কবি।

শান্তশ্রী—বেশ। এবার বলুন তো—আমার গান শুনে কিছু মনে হচ্ছিল কিনা?

প্রেমময়—শান্তশ্রী দেবী—

তব গুন গুন গান—গুঞ্জন ধ্বনিসম,
তাই, ওগো অলি, পশে নাই কর্ণে মম।

শান্তশ্রী—ও—তাই বুঝি!

প্রেমময়—যথার্থ। আপনার গানের অর্থ আর মনের বাক্য আমার অবোধ্য। তবুও ক্ষতি কি?

'বুঝা যায় আধো প্রেম, আধখানা মন,
সমস্ত কে বুঝেছে কখন।'

শান্তশ্রী—সর্বনাশ—আজকাল প্রেম মন এসব বোঝবার চেষ্টা করছেন নাকি! ব্যাপার তো বেশ স্ববিধের নয়! যাক, কি জন্যে এসেছেন তা তো বললেন না?

প্রেমময—ভুলে গেছি, একেবারে ভুলে গেছি। আজকাল কী যে হয়েছে—

ভুলে যাই ক্ষণে ক্ষণে
যত কথা জাগে মনে!

শান্তশ্রী—উহুঁ, এ তো ভাল কথা নয়! ডাক্তার দেখান—

প্রেমময়—ডাক তার—শুনি মনে মনে—
কভু নিদ্রায়, কভু জাগরণে।

শান্তশ্রী—আবার দেখছি কালাও আছেন!

প্রেমময—কোন কালা? চিকণ কালা? যার বাঁশরী একদিন—

শান্তশ্রী—না-না, কাণে কালা—

প্রেমময়—কানু! কে কানু? সেই ননীচোর—সেই গোপীজনমন চোর—?

শান্তশ্রী—আঃ—আপনাকে নিয়ে আর পারি না!

[বিপাশা এল]

বিপাশা—কি হ'ল শান্তশ্রী—কাকে নিয়ে পারিস না?

প্রেমময়—দে—বী— !

শান্তশ্রী—এই যে—ছাখো না বিপাশা-দি, এই প্রেমময়বাবু—কখন থেকে এসে আমাকে জ্বালিয়ে মারছেন !

বিপাশা—কি ব্যাপার—প্রেমময়বাবু ?

প্রেমময়—মনে পড়েছে দেবী। আমি আপনারই কাছে এসেছিলাম—

বিপাশা—কেন ?

প্রেমময়—আপনাকে আমার অন্তরের লক্ষ কোটী অভিনন্দন জানাতে।

শান্তশ্রী—নতুন কথা কি—রোজই তো জানিয়ে যান।

বিপাশা—তুই চুপ কর। আমাকে ওঁর ভালো লাগে তাই আসেন। সত্যি কিনা ?

প্রেমময়—হ্যাঁ—সত্য—সূর্যোদয়ের মতো সত্য। আঁখি মেলে যারে দেখি তাহারেই ভালো লাগে—

শান্তশ্রী—বলেন কি ! শুনেছ বিপাশা-দি ?

বিপাশা—আঃ, থাম !

প্রেমময়—দেবী ! এইবার বিদায় দিন—

বিপাশা—আবার আসবেন।

প্রেমময়—বিদায় বেলায়—

'তোমায় কিছু দেব ব'লে চায় যে আমার মন
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন।'

বিপাশা—নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কি দেবেন দিন—

প্রেমময়—এই শতদল—আমার প্রীতি-চন্দন মাখানো এই শতদল। আপনার হৃদয়, এই শতদলের মতোই পবিত্র থাক—আপনার অভিনেত্রী-জীবন পথের জয়যাত্রা সার্থক হোক—আর আপনার মনের মণি-কোঠায় এই প্রেমময় চির-উজ্জ্বল থাক।

বিপাশা—প্রেমময়বাবু, আপনার প্রীতি শুভেচ্ছা উপহার—অনেক কিছুই তো পেলুম। বিনিময়ে আমি কি দিতে পারি বলুন ?

প্রেমময়—দেবী ! 'যা পাইনি তাও থাক, যা পেয়েছি তাও,
তুচ্ছ ব'লে যা চাইনি তাই মোরে দাও।'

[বিচিত্রভঙ্গীতে চলে গেল, এরা হেসে উঠল]

শান্তশ্রী—অদ্ভুত লোক এই প্রেমময়বাবু !

বিপাশা—খুব সাদাসিধে মানুষ রে—ওর মনের মধ্যে কোনো পাপ নেই।

[গণেশ এল]

গণেশ—বিপাশা দেবী—

বিপাশা—কি খবর গণেশবাবু ?

গণেশ—আপনার কাছেই এলাম—

বিপাশা—বসুন—

শান্তশ্রী—বিপাশা-দি, তোমরা ব'সো—আমি চা নিয়ে আসি।

গণেশ—না-না, থাক—এত রাত্রে আর চা খাব না।

[শান্তশ্রী চলে গেল]

ভেবেছিলাম অসময়ে আপনার দেখা না পেয়ে চিঠি রেখে যেতে হবে।

বিপাশা—এই আসছি ভাই—একটা অফিসে রিহার্সেল ছিল। কিন্তু কেন বলুন তো ?

গণেশ—আমরা একটা নতুন নাটক ধরেছি—নাম 'অভিশপ্তা'।

বিপাশা—'অভিশপ্তা'…বাঃ, বেশ নাম তো !

গণেশ—হ্যাঁ, সেই নাটকের হিরোইনের জন্যে আপনাকে সিলেক্ট করেছি।

বিপাশা—কবে হচ্ছে বইটা ?

গণেশ—সামনের মাসে আটাশ তারিখে।

বিপাশা—দাঁড়ান, ডায়েরী দেখে বলছি—। সামনের মাসের আটাশ···হ্যাঁ, ডেট দিতে পারি।

গণেশ—তাহলে আস্থন একদিন।

বিপাশা—বৃহস্পতিবার ছাড়া আমি কিন্তু রিহার্সেলে যেতে পারব না।

গণেশ—সপ্তাহে একদিন—!

বিপাশা—উপায় নেই ভাই, বাকী ছটা দিন খুব এনগেজ্‌ড।

গণেশ—তাহলে সামনের বৃহস্পতিবারেই আস্থন—সাতটার পর। চললাম—

[চলে গেল; বিপাশা ভেতরে গেল। ..বসন্ত মাতাল অবস্থায় ঘরে ঢুকল।]

বসন্ত—যা ব্বাবা—একেবারে শূন্যকক্ষ! বিপাশা—বিপাশা—কারও সাড়া-শব্দ নেই দেখছি—একেবারে অসাড়! বসা যাক—

[পকেট থেকে একটি স্থন্দর সিগারেট কেস বের ক'রে তার সংলগ্ন লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরায়। বিপাশা আসে।]

বিপাশা—কি ব্যাপার বসন্ত—এমন অসময়ে যে!

বসন্ত—সময়ে এলে তোমার সঙ্গে নির্জনে তুটো কথা কইতে তো পাব না, তাই অসময়েই—

বিপাশা—ড্রিংক ক'রে এখানে এসেছ কেন?

বসন্ত—একটু খেযে ফেলেছি বিপাশা—অপরাধ নিও না। আরামবাগের জমিদার বাড়িতে অভিনয় করতে গিয়ে···হ্যাঁ, ওখান থেকে একটা সিগ্রেট-কেস offer করেছে। এই ত্মাখো—very nice! আমার নামও লিখে দিয়েছে।···ওখানে গিয়ে পকেটটা ভারি হয়েছিল—মদ খেয়ে হাল্কা ক'রে দিলাম।

বিপাশা—তোমাকে না বারণ করেছি—মত্ত অবস্থায় এখানে আসবে না!

বসন্ত—ছ্যাখো বিপাশা, আইন মানলেই আইন—না মানলে ও কিচ্ছু না।

বিপাশা—তার মানে ?

বসন্ত—তোমাব এখানে আসব—তার জন্যে আবার সময়-অসময় বিধি-নিষেধ ?

বিপাশা—বসন্ত !

বসন্ত—এ্যাই ছ্যাখো, শুধু শুধু রাগ ! লক্ষ্মী মেয়েটির মতো আমার একটি কথা শোনো—

বিপাশা—শীঘ্রি বলো।

বসন্ত—তাডা আছে নাকি ?

বিপাশা—থাকাই তো সম্ভব।

বসন্ত—ওঃ—হো-হো, বুঝিছি বুঝিছি···তোমার ঐ অন্তঃপুরের তাগিদ ! তা ছ্যাখো বিপাশা, এই দীনহীনের দিকেও একটু নজর-টজর রেখো—

বিপাশা—কি বলতে চাও তুমি !

বসন্ত—সেটা বোঝা তোমার পক্ষে খুব সোজা।

বিপাশা—বসন্ত !

বসন্ত—বিপাশা, আমি কি এতই হেয়···আমি কি তোমার এতই অযোগ্য ! আমার প্রপিতামহের বিরাট প্রাসাদ···তার শূন্য মহলে আমি একা। চেয়ে ছ্যাখো তো—আমি কতো নিঃস্ব, কতো অসহায় ! নিজের বলতে আমাব কেউ নেই, কিছু নেই, শুধু···(হাত ধরে) তুমি আছ বিপাশা—

বিপাশা—(হাত ছাডিয়ে) বেরিয়ে যাও এখান থেকে—

বসন্ত—তাডিয়ে দিচ্ছ !

বিপাশা—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—

বসন্ত—বেশ, যাচ্ছি। তুমি রাজি হতে পারতে—কারও কোনো ক্ষতি ছিল

না। সবাই তো চেনে তোমাকে—সবাই তো জানে কার সঙ্গে এ-বাড়িতে আছ—

বিপাশা—বসন্ত! বসন্ত!

বসন্ত—হাঃ-হাঃ-হাঃ—! তোমার শ্যামসুন্দরবাবু—তাকেও সবাই চেনে—

বিপাশা—আঃ, বেরিয়ে যাও বলছি—নইলে তোমাকে পুলিশে দেবো!

বসন্ত—ও…আচ্ছা! আবার দেখা হবে—cheerio!

[বসন্ত বেরিয়ে যায—শ্যামসুন্দর অতিকষ্টে বেরিয়ে আসেন]

শ্যামসুন্দর—কি হয়েছে বিপাশা…এতো চেঁচামেচি কিসের…কে এসেছিল?

বিপাশা—কেউ না।

শ্যামসুন্দর—একি, তুমি কাঁদছ!

বিপাশা—না-না…আমি কাঁদিনি…আমি কাঁদিনি…

শ্যামসুন্দর—তবে কি হয়েছে আমাকে বলো।…চুপ ক'রে থেকো না, বলো।

বিপাশা—তুমি ব'লে দাও—এ আমি কী দেখলাম—এ আমি কী দেখলাম—

শ্যামসুন্দর—বিপাশা—বিপাশা—

বিপাশা—এই কি শিল্প…এই কি শিল্পী! আমাদের রূপ-যৌবন-দেহ ছাড়া অন্য কিছুই কি এদের চোখে পড়ে না—তুমি ব'লে দাও—তুমি ব'লে দাও—

[মঞ্চ ঘুরল]

—অষ্টম দৃশ্য—

॥ বিপাশার বাড়ির সামনে রাস্তা ॥

[নেমপ্লেটে লেখা—'বিপাশা দেবী'। নেটের পর্দা দেওয়া জানালার ভেতর থেকে আলো আসছে। দৃশ্য ঘুরে আসতে দেখা গেল—বসন্ত রোয়াকে বসেছিল, টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফেলে দিল।]

বসন্ত—আচ্ছা, দেখা যাক্—

[এমন সময় নীলকণ্ঠ এসে জানালায় উঁকি দিয়ে দেখছেন—]

বসন্ত—ও মশায়—রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারছেন কেন ?

নীলকণ্ঠ—আজ্ঞে, দেখছিলাম—

বসন্ত—কী দেখছিলেন ?

নীলকণ্ঠ—বিপাশা দেবী আছেন কি না—

বসন্ত—বিপাশা দেবী ! হাঃ হাঃ হাঃ…দিব্যি আছেন, সশরীরে আছেন—

নীলকণ্ঠ—আছেন ? তিনি আছেন ?

বসন্ত—থাকবেন না ! কি বলেন মশায় ?

নীলকণ্ঠ—তাহলে দেখা হবে ?

বসন্ত—নিশ্চয়ই। তা দেখুন মশায়, অমন ক'রে জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দেবেন না—কোলকাতা শহর তো—

নীলকণ্ঠ—না, না…মানে আগে থেকে দেখে নিচ্ছিলাম উনি আছেন কি নেই।

বসন্ত—Oh, preview ! তা ভালো, ভালো। দাঁড়িয়ে কেন মশায় ? ও দরজা সবার জন্যে—

নীলকণ্ঠ—এঁ্যা… ?

বসন্ত—একটু lateএ বোঝেন ! বলছিলাম—চিরকাল তো দেখেই আসছি, সকলের তরে খোলা আছে দ্বার ! শুধু একবার ঢুকে পড়ুন—দেখবেন জগন্নাথক্ষেত্র ! হাঃ হাঃ হাঃ !

নীলকণ্ঠ—কি বলছেন আপনি ?

বসন্ত—বিশ্বাস হ'ল না বুঝি ! তা বেশ, একবার গিয়েই দেখুন—

নীলকণ্ঠ—কী দেখব !

বসন্ত—এ্যাই দেখুন, শুধু শুধু রাগছেন।

নীলকণ্ঠ—কথা শুনে মনে হচ্ছে এ বাড়িতে আপনার যাতায়াত—

বসন্ত—হুঁ, তা আছে।

নীলকণ্ঠ—সেটা কত দিনের ?

বসন্ত—তা প্রায় বছর পাঁচেকের। শুধু আমি কেন—অনেক ভাগ্যবান পুরুষ ওর সংস্পর্শে এসেছে—অনেক ধনী, অনেক শেঠ—

নীলকণ্ঠ—Shut up !

বসন্ত—আঃ…বসন্ত মুখুজ্যেকে চোখ রাঙাবেন না ! আমি যা জানি তাই বললাম—

নীলকণ্ঠ—কি জানেন—কি জানেন ওঁর সম্পর্কে ?

বসন্ত—কেন বলুন তো ? আপনিও আমার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝি !

নীলকণ্ঠ—বাজে কথা শুনতে চাই না !

বসন্ত—কাজের কথাই তো কইতে চাইছি, আপনার তো আবার বিশ্বাস হচ্ছে না। একটু আগে আপনাকে বললাম না—সোজা ভেতরে চলে যান। গেলে দেখতে পেতেন, সেখানে আছে বিপাশার শ্যামসুন্দর বাবু—

নীলকণ্ঠ—শ্যামসুন্দর !

বসন্ত—চেনেন না বুঝি ! এটা যে বৃন্দাবন—বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দরকে জানেন না ? যান, যান—আলাপ ক'রে আসুন—সেই সঙ্গে বিপাশার ছেলেটাকেও দেখে আসুন—

নীলকণ্ঠ—বিপাশার ছেলে !

বসন্ত—হ্যাঁ মশায়, একেবারে শ্যামসুন্দরের মুখের আদল পেয়েছে।

নীলকণ্ঠ—বিপাশার স্বামী তাহলে শ্যামসুন্দর !

বসন্ত—স্বামী হতে যাবে কেন ! দূর মশায়, স্বামী-স্ত্রী ছাড়া বুঝি একঘরে বাস করা যায় না !

নীলকণ্ঠ—না-না, আমি কিছুই বিশ্বাস করি না। বিপাশা দেবী ভদ্রমহিলা—

বসন্ত—ভদ্র—মহিলা ! (হো হো ক'রে হেসে ওঠে) এ লাইনে ভদ্র শব্দ আছে ব'লে জানি না। বিশেষ ক'রে ঐ সব মহিলারা—

নীলকণ্ঠ—No—no—no—you are wrong ! বিপাশা দেবী অন্যায় করতে পারেন না।

বসন্ত—খুব পারে মশায়, খুব পারে। এ লাইনের atmosphere ওদের এই ভাবেই গড়ে তোলে—ওরা যে অভিনেত্রী—নটী ! নটীদের আসল পরিচয় জানেন না ? পুরনো দিনের সে-ই মন্দিরের সেবাদাসী—তাদের ব্রত কি শুধু দেবসেবা, না তার অন্তরালে দেহসেবা !

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ-হাঁ, ঘৃণ্য…ঘৃণ্য ঐ নটীর জীবন ! ওরা অভিনেত্রী—ওরা সব পারে ! ওদের বিশ্বাস নেই—ওদের বিশ্বাস নেই—

[উন্মাদের মতো বেরিয়ে গেলেন]

বসন্ত—ও মশায়—শুনুন, শুনুন—যা ব্বাবা, এও দেখছি বসন্ত মুখুজ্যের সেকেণ্ড এডিশন…একটা নির্জলা মাতাল ! হাঃ হাঃ হাঃ—

[দৃশ্য ঘোরে]

—নবম দৃশ্য—

॥ নীলকণ্ঠের ঘর ॥

[মধ্য রাত। শূন্য ঘর। হঠাৎ দরজা খুলে বেগে নীলকণ্ঠ প্রবেশ করলেন—চোখে তাঁর উদভ্রান্ত দৃষ্টি। তাঁর মনে পড়ছে বসন্তর কথা—]

বসন্তর কণ্ঠঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ভদ্রমহিলা!…অনেক ভাগ্যবান পুরুষ ওর সংস্পর্শে এসেছে।…ভেতরে আছে বিপাশার শ্যামসুন্দরবাবু…বিপাশার ছেলে —একেবারে শ্যামসুন্দরের মুখের আদল…ও দরজা সবার জন্যে…ওরা নটী…ওরা অভিনেত্রী…ওরা নটী…ওরা অভিনেত্রী…

নীলকণ্ঠ—Yes—ওরা নটী—ওরা অভিনেত্রী! ওদের দরজা সবার জন্যে খোলা!

[আলমারি খুলে মদের বোতল বের ক'রে উপর্যুপরি দুপাত্র শেষ করে গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়ান, আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চিৎকার ক'রে ওঠেন—]

Who are you? নীলকণ্ঠ রায়? No—ধূর্জটি? No—no—you are a loafer—a vagabond!

[গ্লাসের অবশিষ্ট মদ আয়না লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দেন, ঝাপসা আয়নায় হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করেন—]

চেনো—চেনো তুমি আমাকে? জানো তুমি আমার পরিচয়? না —জানো না! কিচ্ছু জানো না! এই যে দেখতে পাচ্ছ বুকখানা— Here is no flesh and blood. পাথর! পাথর হয়ে গেছে! It's mere a dead stone…a dead stone!

[মুখ ফেরাতেই আলমারির ওপর বিপাশার ফটো চোখে পড়ে—]

Who's there ? বিপাশা— ? ছবির আড়ালে আত্মগোপন ক'রে তুমি হাসছ ! আমার দুর্ভাগ্যকে ব্যঙ্গ করছ !

[অগ্রসর হন]

আজ তোমার জীবনের কালরাত্রি ! সব-চিহ্ন-ধুয়ে-মুছে-ফেলা রাত্রি ! তোমাকে চুরমার ক'রে দেবো—হ্যাঁ, আজই—এখনই—আঃ…

[হঠাৎ পেট চেপে ধ'রে বিছানায় ব'সে পড়েন।
দয়াল ঢোকে।]

দয়াল—দাদাবাবু, খাবার যে এখনও ঢাকা—একি, কি হয়েছে তোমার ?

নীলকণ্ঠ—আঃ…আবার সেই ব্যথাটা…

দয়াল—ব্যথাটা…ছাখো দিকি (হাত বুলায়) আবার আজে-বাজে ভাবনা করছিলে তো—একি, ফটোখানা ফের বের করেছ !

নীলকণ্ঠ—ওখানা…ওখানা আমি ভেঙে চুরমার করতে চেয়েছিলাম দয়ালদা…

দয়াল—তবে দাও, আমিই এটাকে সরিয়ে দিই—

নীলকণ্ঠ—না, না, না—এটা আমার চোখের সামনে থাকবে। এখান থেকে সরিয়ে নিলে আমি সইতে পারব না দয়ালদা—সইতে পারব না—সইতে পারব না—

[দু হাতে ফটোখানা বুকে জড়িয়ে ধরেন]

— — —

॥ মধ্যবিরতি ॥

—দশম দৃশ্য—

॥ নাট্যসংঘ ॥

[সন্ধ্যা সাতটা। নোটিসবোর্ডে নোটিস লাগানো। শান্তশ্রী একলা নাচ প্র্যাকটিস করছিল, প্রদীপ তার অলক্ষ্যে ঘরে ঢুকে নাচ দেখছিল; হঠাৎ শান্তশ্রীর চোখ পড়ে—]

শান্তশ্রী—ওমা, আপনি!

প্রদীপ—How nice! নাচের সময় তোমাকে কি সুন্দরই না দেখায় শান্তশ্রী!

শান্তশ্রী—আ-হা! থাক, খুব হয়েছে—একলা নাচ প্র্যাকটিস করছি, চুপি চুপি চোরের মতো এসে দেখছে!

প্রদীপ—দেখব না! তোমাকে যে আমার ভালো লাগে—

শান্তশ্রী—ভালো লাগে না ছাই!

প্রদীপ—হুঁ, সত্যি—তুমি বিশ্বাস করো—শুধু ভালো লাগা নয়, ভালো বাসাও আছে তোমার জন্য!

শান্তশ্রী—কি যে বলেন!

প্রদীপ—ঠিকই বলি। শান্তশ্রী—কি সুন্দর নাম—নামের মতোই সুন্দর তোমার শ্রী—তাই তো তোমায় চাই।

শান্তশ্রী—আমাকে চান?

প্রদীপ—হ্যাঁ চাই।

শান্তশ্রী—কিন্তু জানেন আমার জীবনের কথা—জানেন আমার কেউ নেই, বিপাশা-দি আমার কেউ নয়—জীবনে আমি একা, অসহায়!

প্রদীপ—ও, তারপর ?

শান্তশ্রী—রিফিউজি হয়ে বাবার হাত ধ'রে একদিন এদেশে এসেছিলুম, তারপর তাঁকেও হারালুম। তখন শিয়ালদা স্টেশনে থাকতুম আর গান গেয়ে গেয়ে সিনেমা-থিয়েটারের সামনে ভিক্ষে করতুম। হঠাৎ একদিন বিপাশা-দির চোখে পড়ি, তিনি আমায় আশ্রয় দেন। দেশে থাকতে একটু-আধটু নাচ গান শিখেছিলুম, বিপাশা-দি বললেন, তোকে আমি অভিনেত্রী তৈরি করব—

প্রদীপ—তুমি একদিন সেরা অভিনেত্রী হবে। শান্তশ্রী, তুমি শুধু আমার হয়েই থাকো।...একি, কান্না কিসের ? আর তো তুমি অসহায় নও, আমি তোমায় বিয়ে করব—। তুমি রাজী ?

শান্তশ্রী—জানি না।

প্রদীপ—চলো, পার্কের ঐ কোণে গাছটার নীচে গিয়ে বসি—

শান্তশ্রী—এখুনি কিন্তু রিহার্সেল। কয়েকজন এসেছে।

প্রদীপ—দুত্তোর রিহার্সেল ! এসো তো—

[দরজা ভেজিয়ে দুজনে চলে যায়। সুশীল ও রঞ্জন আসে।]

সুশীল—দেখছিস, দেখছিস রঞ্জন, প্রদীপদার সাহস ! এই সেদিনে মাইরি নাট্যসংঘে নাম লেখালে, আমরা কতো সিনিয়র—আমাদের সামনে সান্তশ্রীকে নিয়ে—ইস—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

রঞ্জন—সত্যি সুশীল, বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। main role নিয়ে ব'সে আছে অথচ rehearsal দেবার নাম নেই—খালি ঐ সব—

সুশীল—আরে ঐসব করবার জন্যেই তো এসেছে ! চল, ঐ ল্যাম্প-পোস্টের পাস থেকে ওদের কাণ্ডখানা দেখি—

[গণেশ এল]

গণেশ—তোরা কোথায় যাচ্ছিস রে ?

সুশীল—আসছি গণেসদা, সীগ্রি আসছি—

গণেশ—আর সব কোথায় ?

সুশীল—কেউ আসেনি—সুধু আমরা দুজন—

রঞ্জন—আর রাখহরি, বিজয়।

গণেশ—তারা কই ?

রঞ্জন—সবাইকে ডাকতে গেছে, এক্ষুণি আসবে।

সুশীল—আমরাও এক্ষুণি আসছি—চল—

[দুজনে চলে গেল। গণেশ কাজ করতে থাকে, মহেশ্বরবাবু নীলকণ্ঠকে নিয়ে ঢোকেন।]

মহেশ্বর—কাকে এনেছি দেখুন গণেশবাবু—

গণেশ—আসুন, আসুন, ধূর্জটিবাবু—নমস্কার—বসুন—। Scriptটা ছেড়ে দিয়ে তো চলে গেলেন—এটা যদি একটু অদল-বদল ক'রে আমাদের কারও নাম দিয়ে অভিনয় করি—

মহেশ্বর—যা হামেশাই হয়—

গণেশ—বা ছেপে বাজারে বের করি— ?

নীলকণ্ঠ—অনেকেই তা করে সত্য, কিন্তু কি জানি প্রথম দিনই আপনাদের ওপর আমার বিশ্বাস এসেছে, তাই আমি নিশ্চিন্ত।

মহেশ্বর—এরকম বিশ্বাস সহজে আনবেন না মশাই, তাহলে ঠকবেন। কারণ এলাইনে সৎলোক খুব কম—

নীলকণ্ঠ—কিছু অসৎ, কিছু অসুন্দর আত্মগোপন ক'রে প্রতিপদে চিরদিন বাধার সৃষ্টি করবে, সুন্দরের সেবায় বিঘ্ন ঘটাবে—কিন্তু সেই সব বাধা অতিক্রম ক'রে যিনি এগিয়ে যেতে পারবেন তিনিই তো সত্যিকারের শিল্পী।

[গণেশ একখানা খাম নিয়ে এল]

গণেশ—ধূর্জটিবাবু—

নীলকণ্ঠ—কি ব্যাপার গণেশবাবু?

গণেশ—কিছু না। একটা remuneration—

নীলকণ্ঠ—Remuneration! কিসের?

গণেশ—নাট্যকারের সামান্য দক্ষিণা। নাট্যকারকে বাঁচতে হবে, নতুন নতুন সৃষ্টি করতে হবে, শৌখিন থিয়েটারকে বাঁচাতে হবে।

নীলকণ্ঠ—(খাম নিলেন) ভালবেসে আপনারা যা দিয়েছেন তার মূল্য আমার কাছে অনেক।...কিন্তু আমি যে আজ রিহার্সেল দেখতে এলাম। How far have you proceeded?

মহেশ্বর—আপনার 'অভিশপ্তা'কে জীবন্ত করার চেষ্টা করছি। মনে হয়, আপনার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে গডা এর সব চরিত্র...

গণেশ—নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা আপনার এই নাটক শীঘ্রি আলোড়ন আনবে।

মহেশ্বর—পেশাদার থিয়েটারের ব্যবসাদার মালিকরা এর কদর না বুঝলেও শৌখিন নাট্যসমাজ একে স্বীকৃতি দেবে।

নীলকণ্ঠ—আর তাতেই আমি ধন্য হব মহেশ্বরবাবু। না, আর না—এবার আমি উঠব।

গণেশ—তাহলে সামান্য চা-টা—যত্ন—

নীলকণ্ঠ—থাক থাক, ব্যস্ত হবেন না। চায়ে আমি Habituated নই, আর এই অসময়ে টা-ও আমার ভাল লাগবে না।

গণেশ—আবার কবে আসছেন?

নীলকণ্ঠ—প্লের দিনে—প্লে কবে?

গণেশ—আটাশ তারিখে। আপনার জন্য একনম্বর বক্সখানা রেখেছি, কিন্তু Invitation card খানা কোথায় পাঠাব? আপনার ঠিকানাটা—

নীলকণ্ঠ—ঠিকানা! ঠিকানা আমার নেই, সব মুছে গেছে! তাছাড়া কার্ডের কোনো দরকার নেই, আমার মনে থাকবে।

গণেশ—তা কি হয় !

নীলকণ্ঠ—যদি না হয় তাহলে কার্ডখানা দয়া ক'রে রঙ্গলোক থিয়েটারের মালিককে পৌছে দেবেন—আমি তাঁকে কথা দিয়েছি এ নাটক দেখাব।

[চলে যান]

মহেশ্বর—ছি ছি ছি ! ভদ্রলোক রিহার্সেল দেখতে চাইলেন, আর এদের কাণ্ড দেখেছেন !

গণেশ—বোর্ড-রিহার্সেল হয়ে গেছে। আর ক্লাবে আসার দরকার কি—একেবারে স্টেজে মেরে দেবে !

মহেশ্বর—রাখহরিদের দলটা কই ?

গণেশ—সবাইকে ডাকতে বেরিয়েছে।

মহেশ্বর—যখনই আসি ঐ চারটিকে ছাড়া আর তো কাউকে দেখিনা। তারপর যাঁরা দু-একজন দয়া ক'রে এসে ধন্য করেন, তাঁরা আবার একটু থেকেই চলে যান। কি ব্যাপার বলুন তো ?

গণেশ—কি জানি। অনুরোধ করলে ওরা আসে না, গালাগালি দিলে আসে না, ঐ দেখুন—কড়া একখানা নোটিস দিয়েছি, সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে গেছে—তবু আসছে না।…আমাদের মনটাকে বদলাতে হবে মহেশ্বরবাবু। দশটা-পাঁচটার মন নিয়ে এখানে এলে এ্যামেচার থিয়েটারের কোনো দিন উন্নতি হবে না।

মহেশ্বর—গলদ অনেক গণেশবাবু। As for example, আপনার ক্লাবের একটা ঘটনার উল্লেখ করি। প্রদীপবাবুর অভিনয়-ক্ষমতা নেই তিনি সাজছেন নায়ক ; আর বিজয়ের প্রতিভা আছে তবুও সে নায়ক হতে পারে না।

গণেশ—আরও একটা দিকে নজর রাখতে হয়—তাই এছাড়া উপায়ও কিছু দেখি না।

মহেশ্বর—উপায় অনেক কিছু আছে। ধরুন, টিকিট সেল ক'রে শো-টা করতে পারতেন···আজকাল তো অনেকেই করছেন···

গণেশ—করছেন—কিন্তু তার প্রায় সবটাই Push করতে হয়। counter-saleএর ওপর তাঁরা খুব বেশি নির্ভর করতে পারেন না—

মহেশ্বর—কিন্তু বর্তমানে আমাদের দর্শকরা টিকিট কেটে এ্যামেচার থিয়েটার দেখাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কেননা পাবলিক-বোর্ডের চেয়ে আমাদের অভিনয় তো খারাপ হয় না। যাক, আর কেউ আসবে না—আজ তাহলে উঠি।

গণেশ—না না, বসুন।—যদু, এক কাপ—

[খাতাপত্র বেব কবে, শান্তশ্রী আসে]

মহেশ্বর—শান্ত—এলি ?

শান্তশ্রী—হঁ্যা—

মহেশ্বর—বোস—। হঁ্যারে, কেমন লাগছে লাইনটা ?

শান্তশ্রী—মন্দ কি—একরকম ভালবেসে ফেলেছি বললেই হয়।

মহেশ্বর—দেখিস ভাই—বেশি ভাল বাসিস না যেন, তাহলে নিজেকে হারিয়ে ফেলবি !

গণেশ—শান্তশ্রীর এতো দেরি ?

মহেশ্বর—ও তো এখন প্রফেসন্যাল ! শান্ত, সবে এ লাইনে এসেছিস—এরই মধ্যে এতটা কিন্তু ভালো নয়।

শান্তশ্রী—কি যে বলেন—এমনিই একটু দেরি হয়ে গেল।

মহেশ্বর—রোজই তো হয়—

শান্তশ্রী—আর হবে না।

মহেশ্বর—ক্লাবের চৌকাঠ পেরোলেই ও কথা ভুলবি ! দেখ্ শান্ত, অভিনয়টা নিষ্ঠার জিনিস···তুই রাগ করিস না···যার সমস্ত অন্তর নিষ্ঠায় ভরে না ওঠে সে নটরাজের আশীর্বাদ পায় না।

[যদু এককাপ চা আনল]

যদু—বা-বাবু—

[গণেশ মহেশ্ববাবুকে দেখাল, যদু চা দিল]

চাযেব প-য়সা গুলো ?

গণেশ—যাবাব সময দিযে যাব।

যদু—পাঁ-আঁ-আঁচ কাপ হ'ল বাবু—

গণেশ—পাঁচ কাপ!

যদু—ও বাবুবা চা-চা-চা-চা—

গণেশ—চাব কাপ খেযেছে ? আচ্ছা, যাও—

[যদু চ'লে গেলে বিজয বাখহবি, সুশীল ও বঞ্জন এল]

মহেশ্বব—কি খবব সব ?

বিজয—কাবও পাত্তা পাওযা গেল না।

মহেশ্বব—কি বকম ?

বঞ্জন—ববিবাব তো—কেউ গেছেন সিনেমায, কেউ থিযেটাবে, কেউ জলসায় কেউ বা আবাব দক্ষিণেশ্ববে।

সুশীল—স্বধু আমাদেবই পকেটে পযসা নেই, তাই স্বব যাবাবও স্থান নেই। আব সেইজন্যেই তো সন্ধ্যে থেকে এসে এখানে বসে আছি।

রাখহবি—আজ আব বিহার্সেল অইব না। আয, তাস খেলন যাউক।

[তাস বেব ক'বে খেলতে বসে, প্রদ প এসে দাঁড়ায়]

গণেশ—বিজয, তোর Donationটা— ?

বিজয—দিনকতক দেবি হবে গণেশদা।

গণেশ—সে কি! না না, এরকম করলে আমার অসুবিধে হবে। আজ নং কাল, কাল নয় পরশু—তুমি এই করছ!

বিজয়—জানেন তো আমার অবস্থা। প্লের আগে আমি যেমন ক'রে পারি দেবোই।

প্রদীপ—হ্যাঁ—আমার যেন কিছু টাকা বাকী আছে, না গণেশ?

গণেশ—হুঁ—

প্রদীপ—কত যেন?

গণেশ—Sixty—

প্রদীপ—পুরো একশোই নাও—।

গণেশ—প্রদীপ, কিছু টাকা defisit পড়বে মনে হচ্ছে।

প্রদীপ—আমি তো আছি। মহেশ্বরবাবু যে, কতক্ষণ?

মহেশ্বর—প্রায় এক ঘণ্টা। কাল রিহার্সেলে এলেন না? আপনার জন্য বিপাশার রিহার্সেল হল না।

প্রদীপ—জরুরী কাজ ছিল। এখনও থাকতে পারছি না।

মহেশ্বর—আসুন তাহলে—দশ দিন বাদে প্লে, অথচ আপনি তৈরি নন—এটাও একটু খেয়াল রাখবেন।

শান্তশ্রী—আমিও এবার যাই না মহেশ্বরদা? রিহার্সেল তো হবে না।

মহেশ্বর—হুঁ, যাও—। সুশীল আবার উঠলে কেন হে?

সুশীল—সান্তশ্রীকে বাস-স্ট্যাণ্ডে একটু এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে না?

মহেশ্বর—না, আজ আর হবে না! বসো—

[গণেশ প্রদীপকে বিল দিল]

শান্তশ্রী—গণেশদা, আমার গাড়িভাড়াটা—

প্রদীপ—শান্তশ্রী কি এখুনি যাচ্ছ?

শান্তশ্রী—হ্যাঁ—

প্রদীপ—ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে আসতে পার। ট্যাক্সিতে যাচ্ছি তোমাদেরই ওদিকে—lift দেব।

শান্তশ্রী—মহেশ্বরদা, তাহলে যাই ?

মহেশ্বর—নিশ্চয়ই যাবে ভাই—

[প্রদীপ ও শান্তশ্রী চলে গেল। গণেশ আলমারি বন্ধ করল।]

তাহলে আমিও যাই গণেশবাবু—

গণেশ—চলুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

[মহেশ্বর ও গণেশ বেরিয়ে গেলেন]

বিজয়—এই, তাস তুলে রাখ—এবার একটু চা খাওয়া যাক। রাখহরি, যতুকে ডাক—

রাখহরি—জতু—অ জতু—তুইটা চা—চাইরটা বারে কইরা লইয়া আস—শীঘ্র—

[রঞ্জন অভিনয়ের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে নাবাকণ্ঠে বলে -]

রঞ্জন—আমাকে চা আনবার অনুমতি দিন বেগমসাহেবা !

সুশীল—ক্লাবের চা আনতে চাও তুমি কোন অধিকারে ?

রঞ্জন—অধিকার ! কিছু নেই। তবু নিজে বেছে নিচ্ছি এই কাজ। পিপাসা পেলেই চা আনব, চা দিয়ে দুশ্চিন্তা দূর করব, জিবের জড়তা ঘোচাব।

(গান) আমি চায়ের লিকার—
ফুটাই আমার ভবনে দিবানিশি…

[সবাই হাসে]

রাখহরি—চা আসুক—ততক্ষণ এ্যাকটিং করা যাউক আয়।

সুশীল—বেস তাই হোক। কিন্তু কিসের এ্যাকটিং ?

রঞ্জন—কর্ণার্জুন-এর।

রাখহরি—ঠিক কইছিস—আমাগো নাট্যসংঘর বিজয়-বৈজয়ন্তী ! ওঃ, যা অভিনয় হইয়াছিল না—মাইরি কি কমু সুশীল—তুই তো তখন

কেলাবে আছিলি না—মাইয়াদের মধ্যে দ্রৌপদী একাই মাৎ করছিল !

রঞ্জন—আরে রাখ রাখহরি, আমার দেশে আমি যা ফিমেল পার্ট করি—তার কাছে কোনো মেয়েই ঘেঁসতে পারে না। দেখবি তবে—দ্রৌপদীর একটা সিন শুনিয়ে দেবো ? দেখি, দেখি, তোদের রুমালগুলো দে—

বিজয়—রুমাল কি হবে রে ?

রঞ্জন—দেখ না কি হয়—

রাখহরি—আরে পাগল নাকি ! দ্রৌপদীর পার্ট করবি তো ও কী বানাইতে আছস ?

রঞ্জন—মালা—মালা—দ্রৌপদীর মালা লাগবে না—সেই স্বয়ংবর-সভায় ?

রাখহরি—ও—বুঝছি, বুঝছি।

রঞ্জন—সাক্ষী করি অন্তর্যামী প্রভু ভগবান
সাক্ষী করি অন্তরীক্ষে দেবতামণ্ডলী
সাক্ষী করি সমাগত ব্রাহ্মণসমাজ
তব গলে বরমাল্য করিনু অর্পণ !

[যদু থালার ওপর চারটি ভাঁড়ে চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই রঞ্জন তার গলায় রুমালের মালা ফেলে দিল, যদু হতভম্ব ও লজ্জিত হ'ল।]

বিজয়—কেবা এ ব্রাহ্মণ ?
দিব্যমূর্তি,
শালতরুসম দীর্ঘ ভুজদ্বয়,
আয়তলোচন,
পার্থসম বীর্যবান হয় অনুমান !

সুশীল—এইবার প্রতিসোধ ! ব্রাহ্মণ, দৈবক্রমে লক্ষ্যবেধ ক'রে দ্রৌপদীকে লাভ করেছ। এইবার—তোমাকে বধ ক'রে এই গর্বিতা দ্রৌপদীর উপযুক্ত সাস্তি বিধান করব !

যদু—কি-কি যে বলেন বাবুরো—

রাখহরি—স্পর্ধা এই ব্রাহ্মণের—ক্ষত্রিয় সমাজরে অপমান করে ! আমরা এই ব্রাহ্মণরে পরাজিত কইর‍্যা দ্রৌপদীরে গ্রহণ করুম !

বিজয়—যুদ্ধ—যুদ্ধ,
নাহি ক্ষমা ব্রাহ্মণ বলিয়া।

সুশীল—সাজো সাজো নৃপতিমণ্ডল,
আজি বীর্য-সুল্কে লভিব পাঞ্চালী !

রাখহরি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! এই ছদ্মবেশধারী নিশ্চয়ই অর্জুন !

যদু—বাবু, আমি য-যদু— !

রাখহরি—কথার সময় নাই, যুদ্ধ—যুদ্ধ !

বিজয়
সুশীল } —যুদ্ধ ! যুদ্ধ !

যদু—এঁ্যা…… !

[হাত থেকে থালা পড়ে যায়, সবাই হেসে ওঠে।—মঞ্চ ঘুরে যায়।]

—একাদশ দৃশ্য—

॥ বিপাশার ড্রইংরুম ॥

[ঐ দিন ··রাত নটা বাজছে। কলিং-বেলের শব্দে বিপাশা এসে দরজা খুলল, শান্তশ্রী ঢুকল।]

বিপাশা—হ্যাঁরে শান্ত, এত দেরি করলি ফিরতে? তোকে যে আজ সকাল সকাল আসতে বললুম?

শান্তশ্রী—এমনিই একটু দেরি হয়ে গেল বিপাশা-দি।

বিপাশা—কাজকর্ম মন দিয়ে করছিস তো?

শান্তশ্রী—হ্যাঁ—

বিপাশা—এ লাইনে কথার দামটাই বড়ো। কথা দিলে কথা রাখবি, ঠিক সময়ে রিহার্সেলে যাবি—তবেই তোকে সবাই চাইবে।

শান্তশ্রী—বিপাশা-দি, একটা কথা বলব?

বিপাশা—অত সংকোচ কিসের—বল না।

শান্তশ্রী—আমাকে···আমাকে একজন বিয়ে করতে চায়।

বিপাশা—কি···কি বললি···বিয়ে!

শান্তশ্রী—হ্যাঁ—

বিপাশা—খবরদার, বিয়ে করবি না···কোনোদিন না! অভিনেত্রীদের ওপর কারও ভালবাসা জাগে না, জাগে শুধু লালসা। আজ বিয়ে করবে, দু'এক বছর বাদে তোকে হয় বাসি ফুলের মতো ফেলে দেবে, নয় তোর সাধনার পথ ছেড়ে গৃহধর্ম পালন করতে বলবে। তোর শিল্পীমন—তুই তা কখনোই পারবি না। তার চেয়ে এই তোর ভালো শান্ত, এই তোর ভালো—

[ভেতরে যায়। টেলিফোন বাজে, শান্তশ্রী ধরে।]

শান্তশ্রী—হ্যালো…হ্যাঁ…ধরুন, ডেকে দিচ্ছি—।…বিপাশা-দি, তোমার টেলিফোন।

[বিপাশা এসে ফোন ধরে]

বিপাশা—হ্যালো…হ্যাঁ, বলুন।…আমি তো রেডি…গাড়ি স্টার্ট করেছে?… বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! বলেছি তো দমদমে আমার শো— রাত দশটায় সেখানে পৌঁছুতে হবে। বেশি দেরি করতে পারব না কিন্তু—কণ্ট্রাক্ট-ফর্মে সই করেই আমি চলে যাব।…কাল থেকে নাইট-স্যুটিং?…প্রথমেই নায়কের বেডরুমের সেট?…এখন শুধু হিরো আর হিরোইন নিয়ে কাজ?…নিশ্চয়ই যেতে পারব।…এ তো আমার সৌভাগ্য! নতুন নায়ক আর নায়িকার সুপ্ত প্রতিভা আপনি জাগাতে চান…আপনার আইডিয়ার প্রশংসা করছি।… না, পারিশ্রমিক সম্বন্ধে আমি তো কোন কথা বলব না বলেছি। তবে ছবিতে কাজ করার পরিশ্রম তো খুব।…তা সত্যি, শিল্পীর জীবনে অবসর কোথায়! আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি—

শান্তশ্রী—বিপাশা-দি, সেই সিনেমার প্রোডিউসর—সকালে যিনি ফোন করেছিলেন?

বিপাশা—হ্যাঁ—

শান্তশ্রী—যাক, তুমি তাহলে সিনেমায় নামছ!

বিপাশা—তাই তো মনে হচ্ছে—

শান্তশ্রী—বেশ হবে!

বিপাশা—কি হবে রে শান্ত?

শান্তশ্রী—কেমন তোমার অভিনয় চিরদিনের মতো ধরা থাকবে! মঞ্চের অভিনয়—সে তো ক্ষণে ক্ষণে মুছে যায়; কিন্তু পর্দার অভিনয় চিরকাল উজ্জ্বল থাকে।

বিপাশা—তারপর—?

শান্তশ্রী—তারপর…তোমার নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে…তোমাকে কতো লোক চিনবে…

বিপাশা—তুই তাহলে খুব খুসি হ'স—না ?

শান্তশ্রী—হুঁ—! কেন তুমি ?

বিপাশা—আমি !

শান্তশ্রী—হ্যাঁ—

বিপাশা—না শান্ত, না…

শান্তশ্রী—না ! সে কি…

বিপাশা—সে তুই বুঝবি না—সে তুই বুঝবি না—

শান্তশ্রী—তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে—তোমার যশ, তোমার খ্যাতি—

বিপাশা—নাম-যশ-খ্যাতি ! কথাগুলো শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। কাউকে আমি বোঝাতে পারি না যে ওসব আমি চাই না—চাই না—

শান্তশ্রী—চাও না !

বিপাশা—না না, আমি চাই না। সুনাম প্রতিপত্তি—আমার জীবনে সব মিথ্যে শান্ত, সব মিথ্যে !

শান্তশ্রী—মিথ্যে !

বিপাশা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিথ্যে। এই বাড়ি, ড্রইংরুম, সোফা, কৌচ, টেলিফোন, খাট-পালঙ্ক—সব, সব বৃথা !

শান্তশ্রী—কি বলছ বিপাশা-দি—কি বলছ ?

বিপাশা—এ্যাঁ…না-না, মাঝে মাঝে বড়ো দুর্বল হয়ে পড়ি শান্ত—বড়ো দুর্বল হয়ে পড়ি ! বড়ো দুর্বল হয়ে পড়ি !

[বাইরে মোটর-হর্ণ...বিপাশা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়। শ্যামসুন্দর একখানা বই হাতে বেরিয়ে আসেন।]

শ্যামসুন্দর—বিপাশা চলে গেল ?

শান্তশ্রী—হ্যাঁ, গাড়ি এসেছিল—

শ্যামসুন্দর—আজ থেকে ও নতুন জগতে পা দিচ্ছে…জানি না কতখানি সফল হবে !…সত্যি, বিপাশা দিনবাত পরিশ্রম করে…এই সংসারের খরচ, ঠাকুর চাকরের মাইনে, আমাব ওষুধ-পথ্য, ডাক্তারে fees—। আচ্ছা শান্তশ্রী, তোমরা মনে মনে আমার ওপর খুব বিরক্ত হও—না ?

শান্তশ্রী—কেন বলুন তো ?

শ্যামসুন্দর—দুটো বছর ধ'রে আমি ভুগছি—তোমাদের গলগ্রহ হয়ে তোমাদেব বোঝা বাড়াচ্ছি—

শান্তশ্রী—আপনার এ ধারণা ভুল। বিপাশা-দি আপনার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবে না।

শ্যামসুন্দর—ছাখো, সে আমার কাছে অনেক কিছু আশা করেছিল…কিন্তু আমি তাকে বিশেষ কিছু দিতে পারিনি।

শান্তশ্রী—আপনার আশীর্বাদ তার জীবনে অনেকখানি ফলেছে।

শ্যামসুন্দর—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি—দুর্গম পথের যাত্রায় সে যেন সত্যিকার সুখের সন্ধান পায়।

শান্তশ্রী—কিন্তু তার মনের কোণে কোথায় যেন একটা ব্যথা…শত চেষ্টা করেও সেই ব্যথার সন্ধান আজো আমি পাইনি।

শ্যামসুন্দর—রাত হযেছে শান্তশ্রী—খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়গে—

শান্তশ্রী—কিন্তু আপনিও উঠুন—

শ্যামসুন্দর—আমি একটু পড়ব।

শান্তশ্রী—খুব বেশি রাত করবেন না। সবেমাত্র অসুখ থেকে উঠেছেন—

[শান্তশ্রী চলে গেল। কলিং-বেল বাজল, শ্যামসুন্দর ছিটকিনি খুলতেই নীলকণ্ঠ ঢুকলেন।]

শ্যামসুন্দর—কাকে চান ?

নীলকণ্ঠ—আপনিই কি শ্যামসুন্দরবাবু ?

শ্যামসুন্দর—হ্যাঁ—

নীলকণ্ঠ—আমি চাই বিপাশা দেবীকে।

শ্যামসুন্দর—সে তো নেই—

নীলকণ্ঠ—ফেরেন নি বুঝি ? তাহলে একটু বসে যাই।

শ্যামসুন্দর—লাভ নেই—আজ সে ফিরবে না।

নীলকণ্ঠ—তার মানে, আজ রাত্রে উনি বাড়িতে আসবেন না !

শ্যামসুন্দর—আপনার কি দরকার বলুন তো ?

নীলকণ্ঠ—দবকার—একটু ছিল বইকি।

শ্যামসুন্দর—ব'লে যেতে পারেন—

নীলকণ্ঠ—সেটা নেহাৎ ব্যক্তিগত। আজ তিনি যখন নেই, তখন থাক।

শ্যামসুন্দর—বেশ, তাহলে কাল সকালে আসুন।

নীলকণ্ঠ—এসময়ে এলে বুঝি দেখা পাওয়া যায় না···তার মানে রাত্রে উনি আজকাল বাড়িতে থাকেন না ! তা কতকাল থেকে সুরু হয়েছে এই নৈশ-অভিসার ?

শ্যামসুন্দব—কথাবার্তায আপনি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন !

নীলকণ্ঠ—আর আপনারা তো মশায় ভদ্রতার মুখোশ এঁটে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন···ঘর ভাঙছেন···ঘর গড়ছেন···আবার সেই ঘর ভাঙবেন ! জীবন আপনাদের কাছে তাসের ঘর।

শ্যামসুন্দর—মুখ দিযে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে···প্রথমে ভেবেছিলাম ভদ্রলোক, এখন দেখছি—

নীলকণ্ঠ—আপনাদেরই স্বগোত্র— ? হাঃ হাঃ হাঃ—

শ্যামসুন্দব—যান—শীঘ্রি এখান থেকে চলে যান—

নীলকণ্ঠ—যাচ্ছি—আপনার মন-মেজাজ একদম ভালো নেই দেখছি। খুবই স্বাভাবিক ! স্ত্রী যদি স্বামীর চোখে ধূলো দিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে—

শ্যামসুন্দর—থামুন !

নীলকণ্ঠ—হাঃ হাঃ হাঃ—! একদিন রাধিকাও তাই করেছিল, বেচারা আয়ান ঘোষকে কাঁদিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যেতেছিল !

[হাসতে হাসতে চলে গেলেন। শ্যামসুন্দর সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দাঁড়ালেন। মঞ্চ ঘুরল।]

—দ্বাদশ দৃশ্য—

॥ বিলাসকুঞ্জ ॥

[নির্জন নিস্তব্ধ বাগানবাড়ির দোতলার ঘর। পিছনের দেওয়ালে একটি গরাদহীন জানালা, দরজার কাছে সুইচবোর্ড; অন্যদিকে টেলিফোন ও ছোট একটা আলমারি। ঘরের মাঝখানে খাট। দেওয়ালে বিদেশিনীদের বিচিত্র ভঙ্গিমার পোর্ট্রেট। সামনে গোল শ্বেতপাথরের টেবিল ও পুরানো আমলের খান দুই চেয়ার।

ঝিঁঝি পোকার ডাক কানে আসছে। বসন্ত পেগ ভরছে।]

বসন্ত—Now Basanta Mukherjee drinks the health of that uncommon lady !

[রিসিভার তোলে]

Hallo—বটুক ! Are you ready ?·· O. K. শুধু পৌছনোর অপেক্ষা···এলে সোজা নিয়ে আসবে এখানে···হ্যাঁ, এই ঘরে।

নিস্তব্ধ বাগানবাড়ির দোতলার ঘর…enjoyable night…দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস…আকাশে কৃষ্ণ-তিথির চাঁদ…আর দু চোখে রঙিন নেশা !…হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি কবি হয়ে গেছি। আমার এই বিলাসকুঞ্জে বসন্তের কোকিল এলে তখন হব ফাগুনের কবি ! হাঃ হাঃ হাঃ… ছাড়ছি—।

[পুনরায় মদ্যপান ক'রে সিগারেট-কেস বের করে]

আরামবাগ…আরামবাগ আমার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে উপহার দিয়েছে এই স্মৃতিচিহ্ন ! well, আজ আমার এই আরাম-বাগও অভিনয়ে মশগুল হবে !

[সিগারেট ধরিয়ে কেসটি টেবিলে রাখে]

New face ! New find ! Queen for a night ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[টেলিফোনে রিং হয়]

Hallo—এসেছে ! আচ্ছা, Contract form-এ সই করার জন্য হিরোইনকে producerএর কাছে পাঠিয়ে দাও।…হ্যাঁ—quick quick ! আমি ততক্ষণ রাজবেশটা ছেড়ে আসি—নায়কের অভিনয়ে এ বেশ যে অচল !

[ফোন ছেড়ে দেয়]

তাহলে এগুলো সব—ঐ আলমারির মধ্যে—

[বোতল-গ্লাস আলমারিতে রাখে]

Now বসন্ত মুখুজ্যে, Hurry up, hurry up ! আঃ, কোটটা পড়ে রইল—No, no, not this way ! That way—that way—

[আলমারির মধ্যে ঢুকে গুপ্তপথে অদৃশ্য হয়ে যায়।… কিছুক্ষণ ঘরটা খালি থাকে, তারপর বিপাশা প্রবেশ ক'রে ইতস্তত তাকায়, চোখ পড়ে দেওয়ালের ছবির ওপর—মনটা সন্দিগ্ধ হয়।]

বিপাশা—ফাঁকা বাড়ি···লোকজন দেখছি না···বাড়ির ফটকে লেখা—'বিলাস-কুঞ্জ'। প্রোডিউসরের অফিস, না গার্ডেন-হাউস··· (বসল) একি, মদের গন্ধ!

[সিগারেট কেস চোখে পড়ে]

ব-স-ন্ত! বসন্তর সিগারেট-কেস! তবে কি···

[চোখ পড়ে টেলিফোনের ওপর, এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ডায়েল করে—]

হ্যালো—আমি বিপাশা। আমার বড়ো বিপদ···ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে বাগানবাড়িতে আনা হয়েছে···হ্যাঁ···ডানলপ ব্রিজের উত্তরে বি-টি-রোডের ওপরই—বাড়ির নাম 'বিলাসকুঞ্জ'।··· আচ্ছা—।

[ফোন নামিয়ে দরজা দিয়ে পালাবার জন্য ফিরতেই দেখতে পেল খোলা দরজার সামনে ছায়ামূর্তির মতো বসন্ত দাঁড়িয়ে হাসছে, বিপাশা চমকে ওঠে—]

তুমি এখানে বসন্ত?

বসন্ত—হ্যাঁ—আমি এখানে—আমার পূর্বপুরুষ বিলাসপ্রিয় মুখুজ্যের আরাম-কাননে!

বিপাশা—কেন···কেন আমাকে এখানে এনেছ?

বসন্ত—অভিনয় করবে না—অভিনয়? আমিও করব বিপাশা—পরম অভিনয়—চরম অভিনয়ও বলতে পার!

বিপাশা—এগিয়ো না···এগিয়ো না বলছি!

বসন্ত—হাঃ হাঃ হাঃ! বিপাশা, মঞ্চে কতো দিন তুমি আমার সঙ্গে কতো প্রেমের অভিনয় করেছ, লুটিয়ে পড়েছ বুকে—এসো না আজও একটু—

বিপাশা—বসন্ত!

বসন্ত—(হাসল) চমৎকার সেট ! নির্জন কক্ষ…বাগান থেকে ভেসে আসছে ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ…নিস্তব্ধ রাত…কক্ষে নায়ক আর নায়িকা !

বিপাশা—পথ ছাড়ো !

বসন্ত—এতো শীগগির চলে যাবে ! মনে নেই—night shooting-এর contractএ সই করতে হবে ?

বিপাশা—ছি-ছি বসন্ত—তুমি না শিল্পী ! এই তোমার শিল্পীমন !

বসন্ত—হাঃ হাঃ হাঃ—জ্ঞান দিও না বিপাশা।

বিপাশা—লম্পট ! শিল্পীর মুখোসে তোমরা লুকিয়ে আছ বলেই এ লাইনের আজও এতো বদনাম !

বসন্ত—ওসব বুলি ছেড়ে কিচ্ছু লাভ হবে না। তার চেয়ে এসো, কাছে এসো —তোমার স্পর্শ দিয়ে ঋতুরাজ বসন্তকে জাগাও !

[অগ্রসর হয়। বিপাশা পালাতে গেলে সে বাধা দেয়—]

বিপাশা—বসন্ত !

বসন্ত—কোথায় তোমার শ্যামসুন্দর—ডাকো তাকে !

বিপাশা—না-না, আমাকে যেতে দাও—

বসন্ত—যেতে তোমাকে দেবোই—তবে এতো শীঘ্রি নয়, শেষ রাত্রে !

বিপাশা—শেষ রাত্রে !

বসন্ত—হ্যাঁ—

বিপাশা—না, না, না—

বসন্ত—না কেন ! এরকম দৃশ্যের অভিনয় নাটকে আমরা কতো করেছি !

বিপাশা—ছাড়ো— !

[দুহাত দিয়ে সজোরে বসন্তকে ধাক্কা দিতেই দেওয়ালে লেগে তার কপাল কেটে যায়]

শয়তান !

[হাঁপাতে হাঁপাতে দরজা দিযে পালাবার চেষ্টা করে। বসন্ত ঘুরে দাঁড়িযে দরজা আড়াল ক'রে উচ্চকণ্ঠে হাসতে থাকে। বিপাশা পেছিযে যায়।]

বসন্ত—এ দরজা খোলা থাকলেও আজ রাতটুকুর জন্য তোমার সামনে সব দরজা বন্ধ বিপাশা—তাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও কবল থেকে পালাতে পারবে না—আজ পযন্ত কোনো মেয়েই তা পারেনি। আমার পূর্বপুরুষ বিলাসপ্রিয় মুখুজ্যের কাছ থেকেও না!

[সুইচ অফ করল]

বিপাশা—খবরদার…খবরদার…তুমি এগিয়ো না! এবার আমি চিৎকার করব!

বসন্ত—হাঃ—হাঃ—হাঃ—পঁচিশ বিঘে জমির ওপর এই বিলাসকুঞ্জ। গলা ফাটিয়ে মরে গেলেও কেউ এখানে আসবে না।

[অগ্রসর হয়, বিপাশা ছু'টে যায় জানালায]

লাভ নেই বিপাশা। ওদিকে বিরাট খাদ—সেই খাদে আছে বড়ো বড়ো সাপ…তাদের ছোবল সহ্য করার চেয়ে আমার কাছে আত্ম-সমর্পণ অনেক ভালো!

[এগোয়, বিপাশা চেঁচিযে ওঠে, বসন্ত হেসে ওঠে, বিপাশা ফুলদানি ছুঁড়তেই সে সরে গিযে হেসে ওঠে, তার দিকে বিপাশা চেয়ার ঠেলে দিল, সে হো-হো ক'রে হেসে উঠল—তার হাসির মাঝে শোনা গেল—'hands up!' সে মুখ ফেরাতেই একটা টর্চের আলো তার চোখেমুখে এসে পড়ল, সে চমকে উঠল। একজন পুলিশ অফিসার ধীরে ধীরে দরজা দিযে প্রবেশ করছেন—তাঁর বাঁ-হাতে টর্চ, ডান হাতে রিভলবার। সঙ্গে দুজন কনস্টেবল। পেছনে শ্যামসুন্দরও ঢুকলেন।]

পুঃ অফিসার—জমাদার হাতকৌড়ি লগাকর লে চলো—আপনারাও আসুন—

[বেরিয়ে যান, কন্সটেবলরা বসন্তকে নিয়ে যায়]

শ্যামসুন্দর—বিপাশা—তোমার ফোন পেয়েই আমি পুলিশে খবর দিয়েছিলাম। কেঁদোনা বিপাশা, কেঁদোনা—

বিপাশা—আমি···আমি সুন্দরের আরাধনা করতে চেয়েছিলুম···কিন্তু···

শ্যামসুন্দর—কিন্তু— ?

বিপাশা—এ জীবন শুধু অসুন্দরে ভরা···এখানে সুন্দরের ঠাঁই নেই।

শ্যামসুন্দর—না বিপাশা, তা নয়—

বিপাশা—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই। আমি পারছি না—আর আমি পারছি না—এ থেকে মুক্তি চাই। আমার পুরণো জীবন—সেই ছিল ভালো। কদর্যভরা এ জীবন আমি চাই না—চাই না—

শ্যামসুন্দর—বিপাশা, তুমি শিল্পী—তুমি সুন্দরের পূজারিণী। হতাশায় ভেঙে পড়লে তোমার চলবে না, আশাহত বেদনায় মুষড়ে পড়লেও চলবে না। অসুন্দরকে সরিয়ে সুন্দরকে খুঁজে নেবে তুমি, তারপর এগিয়ে যাবে তোমার পথে। তুমি ওঠো—শক্ত হয়ে দাঁড়াও!

বিপাশা—কিন্তু ভয় হচ্ছে যদি আমি হেরে যাই—

শ্যামসুন্দর—না—শিল্পীর হার নেই, সে চির-অজেয়। আশীর্বাদ করি, মালিন্যমুক্ত চিরসুন্দরের কণ্ঠে তুমি বরমাল্য অর্পণ ক'রে শুচিশুভ্র হও।

[বিপাশা প্রণাম করে, মঞ্চ ঘোরে]

—ত্রয়োদশ দৃশ্য—

॥ নাট্যসংঘ ॥

[সন্ধ্যা।...বিজয়, বঞ্জন, সুশীল ও বাখহবি জটলা কবছে।]

বিজয়—অন্যায়! অন্যায! এ অন্যায় রঞ্জন!

রঞ্জন—হ্যাঁ, অন্যায়—তোকে বলেছে!

রাখহরি—অন্যায় অইব ক্যান? সগল ক্লাবই তো আজকাল খবরের কাগজওয়ালাগো খাতির করে—

সুশীল—গণেসদার দোস কি সুনি!

বিজয়—কিন্তু কেন আমরা তাদের এইভাবে তোষামোদ করব? কেন তাদের বাড়ি বয়ে টাকা দিয়ে কাগজে ভালো Review বের করব? এই কি আজকের নবনাট্য আন্দোলনের দিনে একটা সুস্থ নাট্য-সংস্থার আদর্শ? এই কি—

রঞ্জন—আঃ, তুই আর আদর্শের বুলি কপচাসনি বিজয়, থাম।

রাখহরি—হ—কাগজওয়ালাগো চটাইলে পর কাগজে আর নামও ছাপা অইব না, ফটোও বাইর অইব না!

সুশীল—হ্যাঁরে, থিয়েটারের প্রোগ্রামে আমাদের ব্লকগুলো ছাপা হচ্ছে তো?

রঞ্জন—বোধহয় না।

সুশীল—কেন কেন? আমরা ছোট আর্টিস্ট ব'লে বুঝি! আর প্রদীপদা'দের ব্লক?

রঞ্জন—ছাপা হয়েছে।

সুশীল—ও—আচ্ছা, আসুক গণেসদা! নগদ সাত-সাতটা টাকা খরচা ক'রে ব্লক তৈরি করিয়েছি—পয়সা কি ফ্যাল্‌না!

বিজয়—করছি তো আমরা দু-এক সিনের পার্ট—ব্লক ছাপা নাই বা হ'ল।

সুশীল—সে আর তুই কি বুঝবি! বাড়ির সবাইকে বলেছি আমার ফটো ছেপে প্রোগ্রাম বেরুচ্ছে—এখন আমার সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে না!

[গণেশ এল, হাতে পোর্টফোলিও]

গণেশ—তোরা চারজন ছাড়া আর কেউ নেই নাকি রে?

রঞ্জন—না গণেশদা—

গণেশ—ভালো ভালো! রাখহরি, তোমার donationএর অংক কমিয়ে দিলাম, অথচ একটাও বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পারলে না!

রাখহরি—বিজ্ঞাপন! আর কইয়ো না গণেশদা। জর্দার দুকান, জুয়েলারী, বিস্কুট কম্পানী, মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—সর্বত্র ঘুইর‍্যা ফ্যালাইছি। তারা কয় কি—কম্পানী বিজ্ঞাপন দেওন এখন বন্ধ রাখছে।

গণেশ—হুঁ—

রাখহরি—আমার কি জ্ঞানলাভ অইল জানো গণেশদা? আলাপ-পরিচয় না থাকলে পর বিজ্ঞাপন পাওন যাইব না।

গণেশ—যাকগে, তুই এক কাজ কর—চিঠিখানা নিয়ে এখুনি একবার প্রদীপের কাছে যা—কিছু টাকার দরকার—যা দেয় নিয়ে আসবি।

রাখহরি—যাইতে আছি। কিন্তু গণেশদা—

গণেশ—কি রে?

রাখহরি—আমারে এক্কেয়ারে সামনার দিকে কার্ড দিতে অইব।

গণেশ—কেন রে?

রাখহরি—নূতন বিয়া করছি তো—এস্টেজের থিক্যা আমি যেন আমার ইস্ত্রীর মুখখান পরিস্কার ত্থাখতে পাই।

[সবাই হাসে]

গণেশ—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। যা—

[বাথছবি চ'লে গেল]

সুশীল—গণেসদা, প্রোগ্রামে আমার ব্লকটা ছাপা হচ্ছে ?

গণেশ—না ভাই, জাযগাব অভাবে হ'ল না।

সুশীল—ও-সমস্ত জানিনা। আমাব ব্লক যদি প্রোগ্রামে ছাপা না হয়, তাহলে কোনো সালার সাধ্যি নেই আমাকে স্টেজে নামায। আমার নাম সুসীল সাসমল !

[চলে গেল]

গণেশ—গ্যাখ দিকি বিজয, এখন এই সব ব্যাপার কি ভালো লাগে ?

বিজয—গণেশদা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। চাঁদা যখন দিযেছে, স্টেজে ও নামবেই।

গণেশ—বিজয়, প্রেসে গিয়ে প্রোগ্রামের Proofটা দেখে আয়—

বিজয়—যাই— (যায)

গণেশ—রঞ্জন, এর মধ্যে পনেরো খানা কার্ড রয়েছে—পনেরো জন Patron-এর বাডিতে আজ রাত্রেই পৌছে দাও। বিল বইটা সঙ্গে নিয়ে যাও—যা পাও আদায় ক'রে এনো—

[রঞ্জন চ'লে গেল। গণেশ কাজ করে, শিবশক্তি শর্মা আসেন]

শিবশক্তি—এই যে—গণেশচন্দ্র ! ব'সে ব'সে কি হচ্ছে ?

গণেশ—আসুন শিবশক্তিদা, আসুন—বসুন—

[নিজেব চেয়াব নির্দেশ কবল, শিবশক্তি বসলেন]

যদু—শীত্রি একবার শুনে যাও—।

শিবশক্তি—তোমার এথি কাল পেয়েছিঁ হে। পেয়েই ভাবলাম আজ একবার তোমার এখানে আসা উচিত। তারপর—আছ কেমন ?

গণেশ—ভালো। আপনি ?

শিবশক্তি—আমাদের কথা আর তুলো না। মঞ্চে মঞ্চে ঘুরে আমরাও নকল হয়ে পড়েছি। ভালো থাকলে বলি খারাপ, আবার খারাপ থাকলে বলি ভালো।

গণেশ—কি রকম ?

শিবশক্তি—সহজ কথাটা আর বুঝলে না। আমার অফিসে নিত্য দু-চার গণ্ডা ক্লাব গাড়ি পাঠায়—কিন্তু খুব কম জনের ভাগ্যে আমার পদধূলি পড়ে!

গণেশ—সে তো জানি দাদা।

শিবশক্তি—জানো তো! যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই—গেলে বিশেষ খাতির-টাতির করবে না—তাদের কাছে যাইও না—ভালো থাকলেও বলে দিই অসুস্থ। আবার যারা পরিচিত, বন্ধু—তাদের বেলায় সেই অসুস্থ শরীর সুস্থ হয়ে ওঠে।···দাও, সিগারেট দাও—

[সিগারেট নিয়ে ধরালেন, যদু হন্তদন্ত হয়ে এল]

যদু—বা-বু, চা আনব ?

গণেশ—শুধু চা নয়—একটা কাটলেট—

শিবশক্তি—কাটলেট কি হবে হে!

গণেশ—কেন, আপনি তো ভালবাসেন।

শিবশক্তি—না ভাই, এইমাত্র একটি ক্লাবের নাট্যমহরৎ-অনুষ্ঠানে প্রীতিভোজ সেরে আসছি।

যদু—তাহলে বাবু, একটা ড-ডবল ডিমের মামলেট ?

শিবশক্তি—তাও না।

যদু—দু-দুটো মাংসর সিঙাড়া—আমার ইসপিসাল ত-তৈরি—

শিবশক্তি—কিচ্ছু না।

গণেশ—আপনি নিশ্চয়ই রাগ করেছেন!

শিবশক্তি—না রে ভাই, না। প্রীতিভোজটা—জমকালো রকমেরই ছিল। সকলের বিশেষ অনুরোধে বোধহয় আকণ্ঠ ভোজন ক'রে ফেলেছি।

যদু—উপরোধে ঢেঁ-ঢেঁ-ঢেঁ-ঢেঁকিও গেলা যায় বাবু—

শিবশক্তি—না গণেশ, আজ থাক। আমাকে খাওয়াবার জন্য সত্যই যদি তোমার প্রাণ আকুল হয় তাহলে সেটা প্লের দিনই হবে। সেই সঙ্গে একটু লাল গেলাসের ব্যবস্থাও যেন থাকে···

গণেশ—কিন্তু দাদা, আজকাল যে স্টেজে ওসব restricted···

শিবশক্তি—আবে রাখো তো! তুমি নিযে যেয়ো, আমি রাখবার ব্যবস্থা ক'রে দেবো—

যদু—তাহলে বাবু, আমি কি করব?

গণেশ—দাদা, আজ অন্তত এক কাপ চা—

শিবশক্তি—তা—অমৃতে অরুচি নেই—

গণেশ—যদু—

যদু—এজ্ঞে বাবু—

গণেশ—একটা স্পেশাল চা—

যদু—যে-আজ্ঞে—

[চলে গেল]

শিবশক্তি—হ্যাঁ হে গণেশ, নাট্যসংঘের ভাঙাহাট কেন?

গণেশ—প্লের দু-তিন দিন আগে মেম্বররা তো ক্লাবে আসতে চায় না দাদা—কাজ করতে হবে যে!

শিবশক্তি—তোমাদের নাটক তাহলে পরশুদিন মঞ্চস্থ হচ্ছে।

গণেশ—হ্যাঁ। দুখানা কার্ড কাল সন্ধ্যে নাগাদ আপনার অফিসে পাঠাচ্ছি প্লের দিন আপনার স্টাফ-ফটোগ্রাফার নিয়ে আসবেন—কয়েকটা Snap নিয়ে মঞ্চবাণীতে ছেপে দেবেন।

শিবশক্তি—সে জন্য চিন্তা কিসের! আমি তোমাকে ভালবাসি হে—তাই স্বয়ং এস্-এস্-এস্ তোমার নাট্যসংঘে উপস্থিত! খাতির না থাকলে এ শর্মা কোনো ক্লাবে যায়ও না, আর কোনো নাটক সম্বন্ধে মন্তব্যও লেখে না।

গণেশ—সে আর জানি না। একবার এক নাট্যকার আপনাকে খাতির করেনি ব'লে chance পেয়ে মঞ্চবাণীর পাতায় লিখেছিলেন—'অত্যন্ত দুর্বল নাটক!'

শিবশক্তি—ব্যস, নাটকের কদর গেল কমে! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[যদু এককাপ চা দিয়ে গেল]

আচ্ছা গণেশ, তোমরা কেমন প্রস্তুত হয়েছ শুনি? বলি, গতবাবের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে তো?

গণেশ—সে তো আপনার হাতে। আপনিই তো আমাদের সুনামেব অধিকারী করেছিলেন—ইচ্ছে করলে আপনিই আবার—

শিবশক্তি—দুর্নামের ভাগী করতে পারি—কি বলো! হাঃ হাঃ হাঃ! এই শর্মার কলমের খোঁচা is equal to তলোযারের খোঁচা!

গণেশ—শিবশক্তিদা, এবারেও যেন আমাদেব ওপর একটু দয়া হয়।

শিবশক্তি—ওহে, কখনো তোমাদের ওপর নিদয় হয়েছি যে আজ সদয় হতে বলছ! তবে হ্যাঁ—কেউ যদি মনের মতো ব্যবহারটি না করেছে—তাহলে আর তার পরিত্রাণ নাই।...আচ্ছা, উঠি হে—

গণেশ—এরই মধ্যে উঠলেন!

শিবশক্তি—আর একটি ক্লাবে যেতে হবে—তাদের আবার কালকেই নাটক। চললাম তাহলে—মঞ্চেই আবার সাক্ষাত হবে।

[চলে গেলেন, গণেশ এগিয়ে দিয়ে কাজে মন দিল।
মহেশ্বরবাবু ঢুকলেন।]

মহেশ্বর—গণেশবাবু—

গণেশ—কি ব্যাপার মহেশ্বরবাবু ?

মহেশ্বর—চিঠিখানা পড়ুন—

গণেশ—কার চিঠি ?

মহেশ্বর—শান্তশ্রীর। আমাকে লিখেছে—সে প্রদীপেব সঙ্গে অভিনয করবে না

গণেশ—কেন বলুন তো ?

মহেশ্বর—কাল প্রদীপ ওকে সোজা একটা হোটেলে নিযে গিয়ে জোব ক'বে একটা ঘরে আটকে রাখতে চায—তখন শান্তশ্রী কোনোরকমে সেখান থেকে ছুটে পালিযে আসে।

গণেশ—হুঁ···প্রদীপ! That greedy dog! টেরও পেয়েছিলাম—তখন সতর্ক হলে ব্যাপারটা এতদূর এগোত না।

মহেশ্বর—মাঝে আর একটা দিন—শান্তশ্রীকে একটু বুঝিয়ে দেখি—

গণেশ—তার দরকার হবে না। প্রদীপকে আমি অভিনয় করতে দেবো না।

মহেশ্বর—সে কি! নাটকের নায়ক—

গণেশ—আপনি সাজবেন।

মহেশ্বর—মাথা খারাপ! নায়কের সঙ্গে আমার ঐ type-roleটি কে করবে' তাছাড়া প্লের সময় management-এর দায়িত্বই বা কে নেবে তা সম্ভব নয় গণেশবাবু—

গণেশ—তাহলে আমি অন্য কাউকে দিযে অভিনয় করাব, তবুও প্রদীপকে- ঐ যে Vultureটা আসছে!

[প্রদীপ এল]

প্রদীপ—কি গণেশ—চুপচাপ কেন—টাকার চিন্তা করছ নাকি! তোমা চিঠি পেয়েই তো ছুটে আসছি। নোটিসবোর্ডে আমার নাম তে দেখি চিরদিন পয়লা নম্বরেই স্থান পেল। তা আমিই না হ তোমাকে ভাবনা থেকে রেহাই দেবো।

গণেশ—টাকার অভাব—হয়ত হবে। যাক সে কথা। কাল full rehearsal ছিল—এলে না?

প্রদীপ—সময় পাইনি—একটা জরুরি কাজ ছিল—

গণেশ—তা জানি।

প্রদীপ—অফিসেরই একটা কাজে আটকে গিয়ে—

গণেশ—প্রদীপ, সত্যকে কখনো চাপা দিয়ে রাখা যায় না!

প্রদীপ—তার মানে?

গণেশ—তার মানে তুমি মিথ্যে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করছ—

প্রদীপ—মিথ্যে কৈফিয়ৎ!

গণেশ—yes—yes—

প্রদীপ—গণেশ!

গণেশ—I won't tolerate your Vulgarity!

প্রদীপ—What do you mean by 'Vulgarity'?

গণেশ—as a secretary আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছি—

প্রদীপ—কোন কৈফিয়ৎ দেবো না। আমার ইচ্ছা হয়নি আমি আসিনি—

মহেশ্বর—আসবেন কি ক'রে—আপনি যে তখন হোটেলের নির্জন কক্ষে!

প্রদীপ—এঁ্যা···অ, সবই জানতে পেরেছেন দেখছি! তবে তো ভালই হল! যা করতে পার ক'রো এবার—

গণেশ—তুমি at once আমার ক্লাব থেকে বেরিয়ে যাও—

প্রদীপ—অত সহজে নয় গণেশবাবু! আমি দুদিক দিয়ে ঠকে বাড়ি ফিরি না। first refund my money—

গণেশ—yes, I'm ready—(ফোলিও নেয়) তোমার তেলটুকুই ভালবাসতাম প্রদীপ—তোমাকে নয়!

[টাকা গোনে]

প্রদীপ—ত্থাখো গণেশ, প্রদীপ নিবলে তোমার নাট্যসংঘের গণেশটি ওল্টাবে!

গণেশ—Here is your money—take back—take back—! যদি দরকার হয় পাড়ায় স্টেজ বেঁধে অভিনয় করব—দর্শকদের কাছে চাঁদা চেয়ে অভিনয় করব—তাও যদি না পারি, ঘড়ি-আংটি-বোতাম বন্ধক রেখেও এই অভিনয় করব ; তবু তোমার মতো লম্পটকে আমরা আর ক্লাবে স্থান দেবো না ! Get out—Get out—

[লাল পেন্সিল দিয়ে নোটিসবোর্ডে প্রদীপের নামটা কেটে দেয়]

প্রদীপ—আচ্ছা— !

[সিগারেট নাড়িয়ে বেরিয়ে যায়। মঞ্চ ঘুরতে থাকে—]

-চতুর্দশ দৃশ্য-

॥ গ্রীণরুম ॥

[দরজার মাথায় লেখা—MAKEUP ROOM ; দেওয়ালে রামকৃষ্ণ দেব ও গিরিশচন্দ্রের আলেখ্য। ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা—"শুক্রবার—সন্ধ্যা ৬ টায় অভিশপ্তা"। এক স্থানে—NO SMOKING লেখা।

[দৃশ্য স্থির হ'লে দেখা গেল—চেয়ারে ব'সে শিবশক্তি-বাবু চা পান করছেন, কোলের ওপর ফাইল, সামনের টিপয়ে শূন্য প্লেট, কাঁটা-চামচ, ছুরি ও আধ গ্লাস জল।

সুশীল এল—মুখে পাউডার পাফ করা, পোশাক পরিবর্তিত।]

সুশীল—সিবসক্তিদা—

শিবশক্তি—কে হে, সুশীল নাকি !

সুশীল—আমার সাজ-পোসাক ঠিক হয়েছে ?

শিবশক্তি—খাসা হয়েছে। তা চলেছ কোথায় ?

-সীত্রি আসছি—এক মিনিট—আমার বন্ধুরা সব বাইরে সিঁড়ির পাসে দাঁড়িয়ে, আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চায়। একবার সসরীরে সাক্ষাতটা দিয়ে আসি—

শিবশক্তি—এসো কিন্তু—

সুশীল—নিস্চয়ই আসব। বাবা, সব বুঝেছি—এসেই আপনার সেব'য় লাগতে হবে !

[নয়নচাঁদ টর্চ ও বই নিযে ঢুকছিল, তার সঙ্গে সুশীলেব ধাক্কা লাগতেই সে চশমাটা কপালে চড়ায—]

নয়ন—কে হে বাপু তুমি—উর্ধ্বমুখী হয়ে পথ হাঁটো !

—চিনলেন না ! সেই যে সেই—

নয়ন—থাক।

সুশীল—সন্ধান যখন পেয়েছি, সহজে ছাডছি না। আসল কথাটা সুনুন—

নয়ন—থাক।

সুশীল—বিসেস কিছু না—সুধু সপ্তম দৃস্যটা বেস মুখস্ত নেই—

নয়ন—থাক।

সুশীল—তবে থাক। আপনি সহায় থাকলেই আমার সান্তি।

[চলে গেল]

নয়ন—হুঁ···শান্তি ! শাস্তি নয়, বলো শাস্তি ! এমন ল্যাং মারব না—ডিরেটকারের কাছে শাস্তি ছাড়া আর কিচ্ছু পাবে না !

শিবশক্তি—ও নয়নচাঁদবাবু—কি হ'ল ?

নয়ন—আরে মশাই, আজকালকার ছেলে-ছোকরার দল আমাকে মানেই না। আমি যে একটা মানুষ—এখান দিয়ে চলেছি—তা এরা স্বীকারই করে না।

শিবশক্তি—বড়ো অন্যায় !

নয়ন—ঘোচাচ্ছি অন্যায় ! শুধু ব'সে ব'সে দেখুন, কেমন ক'রে ওকে নামিয়ে দিই সাগরের অতল জলে !

শিবশক্তি—সর্বনাশ—সে কি !

নয়ন—ও আমাকে নেকলেশ করে—এতো বড়ো আস্পর্ধা ! জানে না আমি যদি ওকে নেকলেশ করি তাহলে ওর সামনে আজ ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কে ওকে চালাতে পারত জানেন ?

শিবশক্তি—কে ?

নয়ন—আমি।

শিবশক্তি—কেমন ক'রে ?

নয়ন—(বই খুলে টর্চ জ্বালে) ঠিক এমনি ক'রে ! হে-হে-হে—নাম আমার নয়নচাঁদ। পেলের সময় এই চাঁদই আর্টিসদের নয়ন ! হে-হে-হে-হে…

[চলে গেল ; সুশীল ফিরে এল]

সুশীল—সিবসক্তিদা, আমি এসেছি।

শিবশক্তি—এসো। আঃ…সুশীল…

[পিছনে হাত তুলতেই সুশীল আঙুল ভেঁজে দেয়]

সুশীল—আমার নামটা—আপনার মঞ্জুবাণীতে বেরোবে তো ?

শিবশক্তি—নিশ্চয়ই বেরোবে।

সুশীল—(ঘাড় টেপে) আপনি অডিটোরিয়ামে যাবেন না ?

শিবশক্তি—নাঃ—আমার ফটোগ্রাফার সেখানে আছে—আমি এখানে থাকতেই ভালবাসি।

সুশীল—কিন্তু প্লে দেখার অসুবিধে হবে যে—কি ক'রে কাগজে লিখবেন ?

শিবশক্তি—রামচন্দ্র জন্মাবার বহু পূর্বেই বাল্মীকি মুনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন জানো ?

সুশীল—জানি।

শিবশক্তি—এখানে আসবার আগেই তোমাদের অভিনয়ের অভিমত লিখে ফেলেছি।

সুশীল—বলেন কি! কি লিখেছেন? কি লিখেছেন?

[মাথা টিপতে থাকে]

শিবশক্তি—এই বৎসরের শৌখিন নাট্যসম্প্রদায় সমূহের অভিনীত নাটকাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাটক—নাট্যসংঘেব 'অভিশপ্তা'; শ্রেষ্ঠ পরিচালক মহেশ্বর দাশগুপ্ত—

সুশীল—বাঃ…খুব সুন্দব লিখেছেন! কিন্তু আমাদেব নাম-টাম গুলো—

শিবশক্তি—থাকবে হে, সব্বায়ের নাম থাকবে।

সুশীল—কাগজ বেরুলেই সব দেখতে পাব! জানেন সিবসক্তিদা, আমরা আপনার মতামতেব অনেক মূল্য দিই। চললাম একটু মেযেদের গ্রীণরুমে—সান্তস্রী দেবীর বিপাসা দেবীব কিছু চাই কি না জেনে আসি—

[চলে গেল]

শিবশক্তি—হুঁ…আপনার মতামতের অনেক মূল্য দিই! কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তো কাগজে সত্যিকথা লিখতে পারি নি—কারণ সত্যিকথা তো কেউ তোমরা চাও না!…আবে, শান্তশ্রী তো এলো না! ওকে অত ক'বে বললাম, আমার কাগজে তোব ফটো ছাপব—আয়, কথা আছে। নাঃ, বয়স হযেছে দেখে এবা আর কাছেই ঘেঁসে না! ওহে সুশীল—সুশীল—

[সুশীল এল]

প্লে কখন আরম্ভ হবে? কার্ডে লেখা 6 P. M.—এখন বেজেছে সাতটা!

সুশীল—এ্যামেচাব থিয়েটার দেরিতেই সুরু হয়। একটু ধৈর্য ধ'রে বসুন না—

শিবশক্তি—ধৈর্য ধরব কিহে—সিগরেট-টিগরেট দাও—

সুশীল—দাঁড়ান দিচ্ছি— [সিগারেট দিল]

শিবশক্তি—এবাব গণেশকে গিয়ে বলো, শিবশক্তিদা জল খাবেন—

সুশীল—জল খাবেন—তার জন্যে আবার গণেসদা কেন ! এই তো গেলাস, কল থেকে এনে দিচ্ছি—

শিবশক্তি—ওহে ও জল নয়—যা বলছি করো—। এখানটায় তো আবার ধূমপান নিষেধ। গণেশকে ব'লো আমি Makeup Room-এ আছি—

[সুশীল ও শিবশক্তি চলে গেল। রাখহবি ও বিজয় এল—বাখহরির একটা বড়ো গোঁফ, বিজয়ের পরণে অল্প ছেঁড়া ও ময়লা জামা কাপড়।]

রাখহরি—ম্যাকআপ রুমে আসি ! ম্যাকআপ রুমে না গ্যালে পর মাইযাগো লগে ফষ্টিনষ্টি অইব ক্যামনে !···ত্থাখ ত বিজয়, আমারে আর চিনতে পারস ?

বিজয়—না তো—

রাখহরি—হ—আমি জানতাম ! তারই লাইগ্যা কইয়া দিছি আমার ইস্ত্রীরে —একবার সাজঘরেব দরজায় আইস্যা আমারে যেন দেইখ্যা যায়। চল্ তো দেহি আইল কিনা—

বিজয়—হ্যাঁ রে রাখু—

রাখহরি—কী—

বিজয়—তোর বৌ যদি তোকে চিনতে না পারে— ?

রাখহরি—এ্যাঁ···গোঁফটা না হয় খুইল্যা ফেলামু !

[দুজনে হাসতে হাসতে চলে গেল। গণেশ ও মহেশ্বর-বাবু এলেন।]

মহেশ্বর—কি হয়েছে গণেশবাবু ?

গণেশ—মহেশ্বরবাবু, এবার বোধ হয় সবাইকে মেকআপ তুলতে হবে আর পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে—নইলে দর্শকরা আস্ত রাখবে না!

মহেশ্বর—কেন, কেন?

গণেশ—আর কেন! প্রদীপের বদলে যাকে হিরো ঠিক করলাম তার তো কোনো পাত্তা নেই। আমি গিয়ে জানতে পারলাম—সে আজ দুপুরে প্রদীপের সঙ্গে বেরিয়েছে।

মহেশ্বর—এ সমস্তই প্রদীপের tricks! গণেশবাবু, তখন আমার কথাটা কানে না তুলে প্রদীপকে তাড়িয়ে দিলেন—এবার বুঝুন!

গণেশ—এ সময়ে রাগ করবেন না মহেশ্বরবাবু। সারা অডিটোরিয়ম লোকে ভরে গেছে—তাদের কাছে আমাদের মান-মর্যাদা সব যাবে! একটা উপায় ঠিক করুন—আমি আর ভাবতে পারছি না!

মহেশ্বর—আর ভাবতে হবেও না গণেশবাবু, আমি চল্লাম—

গণেশ—কোথায়?

মহেশ্বর—নায়ক খুঁজে আনতে—অসময়ের নায়ক। আপনি যান আর্টিস্ট রেডি করুন—

[চলে গেলেন, গণেশও গেল। রাখহরি ও বিজয় ফিরে এল।]

রাখহরি—কি ব্যাপার ক'তো—বউ তো আইল না! বই আরম্ভ হওনের পূর্বে আসনের কথা—

বিজয়—হয়তো প্রথম অংক শেষ হলে আসবে—তখন একটু খেয়াল রাখিস।

রাখহরি—খেয়াল রাখব ক্যামনে? তখন আমার এক বন্ধু আসব, আমার অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া ম্যাডেল দিব।

বিজয়—কি বললি!

রাখহরি—কারেও ক'স না—শুধু তরেই কইতাছি—কাল একটা ম্যাডেল কিন্যা তারে দিয়া আইছি!

বিজয়—ছি-ছি-ছি—রাখহরি!

[চলে গেল]

রাখহরি—অ—সি-সি-সি! ম্যাডেলটা অরে দিলেই হি-হি-হি হইত! যত্ত সব—

[শিবশক্তিবাবু এলেন]

শিবশক্তি—কি হে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাপের মন্ত্র ঝাড়ছ নাকি?

রাখহরি—শিবশক্তিবাবু—

শিবশক্তি—কিছু বলবে?

রাখহরি—বলব আর কি—একটু দৃষ্টি দিবেন—

শিবশক্তি—(পেন নিয়ে) তোমার নামটা কি যেন…

রাখহরি—আইজ্ঞা, রাখহরি নাই!

শিবশক্তি—রাখহরি নাই!

রাখহরি—আইজ্ঞা—

শিবশক্তি—না-ই?

রাখহরি—হ।

শিবশক্তি—সে কি হে—রাখহরি যদি না-ই তো আমাব সামনে কেন!

বাখরি—ছার, ঐ 'নাই' আমাগো টাইটেল।

শিবশক্তি—ও—তাই বলো। (লেখেন)

বাখহরি—আর নামটা ছার মায় রাখছিলেন। তেনার এক-একটা সন্তান হয় আর মইর‍্যা যায়—তাই আমি হওনের পর মা হরিরে কইছিলেন—হরি, এরে রাইখ্যা ছ্যাও। সেই থিক্যা আমি রাখহরি।

শিবশক্তি—তা বেশ, তোমার নামও ছাপব।

রাখহরি—হ্যাহেন কইতাছিলাম কি—রাখহরির পর একটা কুমার ল্যাখবেন।

শিবশক্তি—কেন-কেন ?

রাখহরি—আজকাল দলে দলে কুমাররাই তো এ লাইনে আইতাছেন—হ্যাহেন না কেন—উত্তমকুমার, অসীমকুমার, নির্মলকুমার, প্রবীরকুমার—

শিবশক্তি—থাক থাক—তুমি যাও দিকি !

রাখহরি—লিখবেন ছার—রাখহরি কুমার।

[চলে গেল ; রঞ্জন সারেঙ্গীবাদকের বেশে বেরল]

শিবশক্তি—আরে, রঞ্জন—তুমি ! সারেঙ্গীওলা নাকি হে ? শোনো-শোনো—

রঞ্জন—শোনবার সময় নেই—শোনবার সময় নেই—

[চলে গেল, গণেশ এল—তার হাতে প্রোগ্রাম ও কাগজপত্র]

শিবশক্তি—ওহে সেক্রেটারী, আটটা যে বাজল ! তোমাদের নায়ক-সমস্যা মিটল ?

গণেশ—হ্যাঁ, নাটক আরম্ভ হচ্ছে। প্রোগ্রাম পেয়েছেন ?

শিবশক্তি—না।

গণেশ—আমারটাই নিন— (প্রস্থান)

শিবশক্তি—প্রথম সিনটা কি—জমিদার প্রতাপরুদ্র সিংহরায়ের প্রমোদভবন !

[ঝাঁঝের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরতে থাকে]

—পঞ্চদশ দৃশ্য—

॥ জমিদারের প্রমোদভবন ॥

[মঞ্চ থামে 'অভিশপ্তা' নাটকেব প্রথম দৃশ্যে। ডান দিক দিযে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলাব বাবান্দায, সেখানে একটা দবজায মখমলেব পর্দা...আলোব টুকবোয মজলিসেব আমেজ। বাইবে দেয়ালগিবিতে বড়ো বড়ো মোমবাতি।

সিঁড়ি দিযে দ্রুত নেমে এল এক বাঈজী, পিছনে সাবেঙ্গীওযালা।]

বাঈজী—না-না, আমি পাবব না—কিছুতেই পারব না—

সারেঙ্গী—হীরাবাঈ !

হীরাবাঈ—না—সারারাত্রি আমি নাচ গান করতে পারব না। আমাকে জিজ্ঞেস না ক'রে কেন নিযেছ সারাবাতের মুজরো? বাঈজী হলেও আমি রক্ত-মাংসের মানুষ—আমার জীবনকে অবহেলা ক'রে তুমি অর্থ উপার্জন করবে ! না-না, তোমার প্রস্তাবে রাজী নই—

সাবেঙ্গী—হীরা—হীবা—আজ এ কি বললে তুমি ! মুসলমান সারেঙ্গীওযালা ছাডা তোমাদেব জলসায় আমেজ আসে না—তাই শুধু তোমার মুখ চেয়ে আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও আজ ওস্তাদ আলি খাঁ। তুমি একবার ভেবে ছাখো তো—রাতের পর বাত তোমাকে আমি কতো তালিম দিযেছি—তোমার জন্য কতো পরিশ্রম করেছি—

হীরাবাঈ—আর তুমিও ভেবে ছাখো তো ওস্তাদ আলি খাঁ—তোমার জন্য আমিও কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছি ! আমার স্বামীর ঘর ছেড়ে চিরদিনের মতো তোমার সঙ্গে চলে এসেছি—সে ঘরের দরজা আজ আমার কাছে বন্ধ—এ আমাব জীবনের চরম লজ্জা !

আলি খাঁ—পরম গৌরবও।

হীরাবাঈ—গৌরব!

আলি খাঁ—নয় কি? আজ তুমি ভারতের সেরা বাঈ—কণ্ঠে তোমার বুলবুলের সুর—স্থান তোমার সাধনার শীর্ষে। এতদিন ইচ্ছে করলে তোমার যৌবন-সুষমা নিঃশেষ করতে পারতাম। কিন্তু আমি তা চাইনি—কারণ তোমাকে ভালবাসি। আমার সেই ভালবাসার মর্যাদা কি এই!

হীরাবাঈ—কিন্তু তুমি আমায় অসম্ভব প্রস্তাবে রাজী হতে ব'লো না—

আলি খাঁ—তা হয় না হীরা। জমিদার প্রতাপরুদ্র সিংহরায়ের জলসাঘরের দেওয়ালগিরি জ্বলেছে—সুরাপাত্রে উঠেছে ফেনিল উচ্ছ্বাস—ইয়ার-বন্ধুরা মজলিসের অপেক্ষায় কামনা করছে তোমাকে—

হীরাবাঈ—না—তবুও আমি সারারাত মাইফেল করতে পারব না!

আলি খাঁ—হীরা, তুমি চেনো না জমিদার প্রতাপরুদ্রকে—দেখো নি তাঁর রুদ্র প্রতাপ—প্রয়োজন হ'লে তিনি তোমার মৃতদেহটাও নাচাবেন—

হীরাবাঈ—হুঁ···কতো জমিদারকে আমি নাচিয়েছি! রাতের পর রাত কতো জমিদার এসে আমার পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দিয়েছে! জমিদার! অনেক জমিদারকে আমি দেখেছি—

[এক পা এক পা ক'রে নেমে আসেন প্রতাপরুদ্র]

প্রতাপ—অনেক জমিদারকে দেখলেও তুমি জমিদার প্রতাপরুদ্র সিংহরায়কে দেখনি!

হীরাবাঈ—বাঈজীর সেলাম পৌঁছে হুজুর—

[আলি খাঁ অভিবাদন ক'রে চলে যায়]

প্রতাপ—প্রতাপরুদ্রের জলসাঘর থেকে উঠে আসা বাঈজীকে ফিরিয়ে নেবার অভ্যর্থনা জানাতে পারে একমাত্র শংকর মাছের চাবুক—!

[হাতে জড়ানো চাবুক আছড়ে পড়ল সিঁড়িতে, সেই শব্দে হীরাবাঈ জমিদারের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল—]

হীরাবাঈ—কে!

প্রতাপ—স্মৃতি···

বিপাশা—তু-মি!

প্রতাপ—হ্যাঁ, আমি—শ্রীনীলকণ্ঠ রায়। What a miracle···আজ আমরা দুজনে এই রঙ্গমঞ্চের নায়ক-নায়িকা! Is it a dream? No, no, it's real দিনের পর দিন সন্ধান করেও যাকে পাইনি, তাকে আজ এত সহজে পাব···I can't imagine·· I can't imagine

নয়ন—(মুখ বাড়িয়ে) ও মশাই, কি যা তা বকছেন! বলুন—"বাঈজীর ঔদ্ধত্য অসহ্য!"

নীলকণ্ঠ—No prompting—no prompting please আজ সাত বছর ধ'রে জীবনের রঙ্গমঞ্চে আমি এক বিচিত্র নায়ক। কখনো আমার Promptএর প্রয়োজন হয় নি···আজও হবে না!

নয়ন—আঃ, বলুন না মশাই! নইলে পার্ট ভুলে গেলে চলে আসুন—

নীলকণ্ঠ—(স্ক্রিপ্ট ছিনিয়ে নেয়) You prompter! Walk out—Walk out I say—

[স্ক্রিপ্ট ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেন। প্রেক্ষাগৃহে কোলাহল ওঠে—"কী হচ্ছে। এসব কী!" "আঃ, চুপ করুন না মশাই! বুঝতে পারছেন না—এটা নতুন টেকনিক!" "হ্যাঁ drama of drama—ঠিক Suspenseএর সময় চেঁচামেচি—থামুন!"]

আজ প্রতাপচন্দ্র সিংহরায়ের জীবন-নাটকের নতুন দৃশ্য অভিনীত হবে—তার জীবনের পুরনো নাটক ঝড়ো-হাওয়ায় উড়ে যাক!

বিপাশা—তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না!

নীলকণ্ঠ—মহিমান্বিত নারী হীরাবাঈ ছিল ফুলের মত পবিত্র—ছিল শুধু শিল্পেরই পূজারিণী! আর তুমি—সমস্ত দেহ-মন দিয়ে পূজো করছ তোমার প্রাণের শ্যামসুন্দরকে!

বিপাশা—কি বলছ তুমি!

নীলকণ্ঠ—তাই প্রয়োজন নতুন দৃশ্য রচনার—যেমন—তোমার প্রয়োজন হয়েছিল সাত বছর আগের এক রাত্রে—

বিপাশা—থাক, থাক—সে কথা ভুলে যাও—

নীলকণ্ঠ—সেই দুর্যোগের রাত ভোর হ'ল···তোমার জীবন-মঞ্চে সরে গেল নতুন নাটকের যবনিকা! অসহায় আমি একা পড়ে রইলাম···সাত বছর ধ'রে ক্ষ্যাপার মতো খুঁজে বেড়ালাম পরশপাথর। হঠাৎ দেখলাম—

বিপাশা—কি দেখলে?

নীলকণ্ঠ—একটা ভুল···একটা মিথ্যে···একটা আলেয়ার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি!

বিপাশা—না—আলেয়া নয়, ভুল নয়, মিথ্যে নয়—আমি তোমার সেই স্মৃতি। চিরকাল তোমরা বাইরে থেকে আমাদের বুঝতে চেয়েছ, তাই জানতে পারোনি—আমাদের লিপস্টিক মাখানো ঠোঁটের আড়ালে লুকিয়ে আছে কতখানি দুঃখের হাসি, সুর্মা-আঁকা চোখের কোণে আছে কতো বিনিদ্র রজনীর স্মৃতি, মেকআপ নেওয়া মুখে মাখানো আছে কতো দুশ্চিন্তার কালো ছাপ, ঝলমলে-পোশাকপরা বুকের ভেতর আছে কতখানি ব্যথাভরা ইতিহাস!

নীলকণ্ঠ—সাবাস···সাবাস অভিনেত্রী! নতুন ক'রে তোমার পরিচয় আর দিতে চেয়ো না—আমি তা অনেক আগেই পেয়েছি। আমি জেনেছি—তোমাদের মতো নারীর যা কিছু কামনা বাসনা স্বপ্ন—সব সার্থক হয়েছে তোমার জীবনে—

বিপাশা—ভুল—ভুল জেনেছ তুমি। বাইরে থেকে আমার রিক্ততা আমার দৈন্য কারও চোখ পড়বে না। আকাশের শোভাই ছাখে সবাই—কিন্তু কতো বড়ো শূন্যতার বোঝা সে বয়ে বেড়ায় তা কেউ জানে না। তুমিও জানো না তোমার জন্য আমার জীবনের সব পাওয়া আজ মিথ্যে—

নীলকণ্ঠ—হাঃ! হাঃ! হাঃ! চমৎকার—চমৎকার অভিনয়! সার্থক তোমার অভিনয় কলা—নইলে মিথ্যেকে এমন স্বন্দর ক'রে সাজিয়ে·

বিপাশা—এ মিথ্যে নয়—

নীলকণ্ঠ—আমি বিশ্বাস করি না!

বিপাশা—বিশ্বাস করো, আমি এতকাল ধ'রে শুধু তোমাকেই চেয়ে এসেছি—আজও চাই।

নীলকণ্ঠ—তাহলে যে ভাগ্যবান পুরুষরা এতকাল ধ'রে তোমাকে চেয়ে এসেছিল, পেয়ে এসেছিল—তাদের কি সান্ত্বনা? তুমি···শুধু আমার নয়···তাদেরও সর্বনাশ করেছ! কে জানে তোমার লালসার আগুনে আরও কতো নিরীহ মান্নষ আত্মাহুতি দেবে! So if you still remain at large in this world—সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ ধরাবে! আমি তা হতে দেবো না—no—never—আজই তোমাকে শেষ করব!

বিপাশা—না-না—না—

নীলকণ্ঠ—Yes—yes, to-night! এই প্রথম দৃশ্যই হোক তোমার জীবন-নাটকের শেষ দৃশ্য! অভিনেত্রী বিপাশা! I will strangle you —I will put out the light of your life—I will—

[কলিক-পেনে আক্রান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। প্রেক্ষাগারে কোলাহল ওঠে। স্টেজের মধ্যে ভেতরের সবাই ছু:টে আসে—]

সকলে—কি হয়েছে—কি হয়েছে ?

মহেশ্বর—গণেশবাবু, at once send for a doctor. Shifter, curtain—curtain—

[পর্দা পড়ে। গণেশ পাদপ্রদীপের সামনে এসে করযোড়ে দাঁড়ায়—]

গণেশ—একটা নিবেদন—এইমাত্র যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে এইখানেই অভিনয় শেষ করতে বাধ্য হচ্ছি।—এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আমি ক্লাবের তরফ থেকে আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি।

[ভেতরে গেল। প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলে, গোলমাল ওঠে: "কার্ডের পয়সা ফেরৎ চাই···পয়সা ফেরৎ চাই!" ওহে, চলো-চলো—আজ অভিনয় বন্ধ।"··· কোলাহল স্তিমিত হ'লে শিফটারদের কণ্ঠ শোনা গেল: "ওরে বাঁশরী, হলের আলো নেভা—পাবলিকরা চলে গেছে। ধম্মদাস, কাটিং সরা—সেট ভাঙতে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে আলো নেভে ও পর্দা সরে। দেখা যায় সিঁড়ির কাছে বিপাশা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বাইরে ঝড়-জল মেঘ গর্জনের আভাস। শান্তশ্রী এল, তার হাতে একটা প্যাকেট।]

শান্তশ্রী—বিপাশা-দি—

বিপাশা—এঁ্যা···শান্ত! কি খবর—আসছেন ?

শান্তশ্রী—আসছেন। এই নাও তোমার লালপাড় শাড়িখানা—

বিপাশা—আর আমার শাঁখাজোড়া— ?

শান্তশ্রী—ওর মধ্যে আছে।

বিপাশা—এইসব নকল গয়না খুলে ফেলে এবার এই শাঁখাশাড়ি সম্বল ক'রে—

শান্তশ্রী—কোথায় যাবে বিপাশা-দি ?

বিপাশা—এঁ্যা···না, তুই যা শান্ত—

[শান্তশ্রী চলে যায়। বিপাশা গযনা খুলতে থাকে—শিফটারবা নিঃশব্দে সেট ভাঙতে থাকে। শ্যামসুন্দব আসেন।]

শ্যামসুন্দর—কি হয়েছে বিপাশা ? শান্তশ্রী ছুটে গিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে এল !

বিপাশা—চিরদিনের মতো চলে যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছি।

শ্যামসুন্দর—কি সব বলছ তুমি! বাইরে ভীষণ ঝড়জল···এই ঝড়জলের রাতে তুমি কোথায় যাবে ?

বিপাশা—কেন, সেদিনও তো ছিল এমনি ঝড়-জলের রাত···যে দিন তোমাব ওপব নির্ভব করে চলে এসেছিলুম···আমার শিল্পীমন আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল ঘর-সংসার···

শ্যামসুন্দর—হ্যাঁ—সেদিনও ছিল এমনি দুর্যোগ !

বিপাশা—জীবনে আমার বার বার শুধু দুর্যোগই আসছে। তাই তোমার দীক্ষায় সাত বছর ধ'রে যে-প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছি তাও আজ ছেড়ে যেতে চাই—তোমাব সৃষ্টি অভিনেত্রী বিপাশার ভেতব থেকে আমার অতীতের স্মৃতিকে বের কবতে চাই !

শ্যামসুন্দর—স্মৃতি, তুমি পারবে ? পারবে ফিরে যেতে তোমার পুরনো জীবনে ? আরও একবার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু সমাজের ভয়ে তা পারনি !

বিপাশা—আজ আর কোনো কিছুই মানব না।

শ্যামসুন্দর—হয়তো এ তোমার সাময়িক খেয়াল. মুহূর্তের উত্তেজনা। পরে চোখের সামনে ভুলটাই বড়ো হয়ে ফুটে উঠবে—

বিপাশা—না, মনস্থির করেছি—আমাকে যেতেই হবে। বিপাশার জীবনের আজই শেষ অভিনয়…

শ্যামসুন্দর—কিন্তু…আমার বাবলুর কি হবে। তার মা যে তাকে তোমারই হাতে তুলে দিয়ে গেছে।

বিপাশা—হঁ্যা—মৃত্যুকালে অনিমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলুম, বাবলুকে দেখব। বাবলু আজ সাত বছরের—বন্ধুর ঋণ কিছু তো শোধ করেছি।

শ্যামসুন্দর—তবুও তোমাকে যেতেই হবে ?

বিপাশা—উপায় নেই। তোমার-আমার সম্পর্ক কেউ বুঝতে পারল না… সবাই তাকে খারাপ চোখে দেখল…

শ্যামসুন্দর—কি বলছ বিপাশা! অনিমার অনুবোধে আমি যে তোমাকে ছোট বোনের মতো স্থান দিয়েছি—আমাব সাধনার পথে এগিয়ে নিয়েছি—

বিপাশা—আর আমিও তোমাকে দাদার মতোই ভালবেসেছি, গুরুর মতোই ভক্তি করেছি, দেবতার মতোই পূজো করেছি…কিন্তু…

শ্যামসুন্দর—কিন্তু— ?

বিপাশা—কেউ বোঝে না। সবাই সন্দেহের চোখে দ্যাখে…আমাদের নিয়ে কতো আলোচনা করে…

শ্যামসুন্দর—এই তোমার চলে যাওয়ার কারণ ?

বিপাশা—না। সমস্ত সয়েও এতকাল কাটিয়েছি, কিন্তু আজ আমি দেখলুম সেও আমাকে…

শ্যামসুন্দর—কে…কার কথা বলছ বিপাশা ?

বিপাশা—আজ অভিনয় করতে এসে হঠাৎ জানতে পারলুম নাট্যকার নায়কের অভিনয় করবে। তারপর…

শ্যামসুন্দর—তারপর— ?

বিপাশা—প্রথম দৃশ্যের অভিনয়ে আমি যাকে দেখলুম, সে…

শ্যামসুন্দর—সে ?

বিপাশা—আমার স্বামী।

শ্যামসুন্দর—তোমার স্বামী !

[নীলকণ্ঠ ঢুকলেন]

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ—

শ্যামসুন্দর—কে ! আপনি···

নীলকণ্ঠ—হ্যাঁ, সেই আমি···হতভাগ্য নাট্যকার নীলকণ্ঠ রায়···অভিনেত্রী বিপাশার স্বামী···

বিপাশা—ডাক্তার যে তোমাকে রেস্ট নিতে বলেছে—

নীলকণ্ঠ—ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে ছুটে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া করতে ; কিন্তু তোমাদের সব কথা আমার কানে গেছে—আজ এক মুহূর্তে বুকের ওপর থেকে এতকালের সন্দেহের গুরুভার সরে গেছে।

বিপাশা—এবার আমাকে নিয়ে চলো আমার সেই ফেলে-আসা জীবনে।

নীলকণ্ঠ—তোমার শিল্পীজীবন— ?

বিপাশা—পেছনে ফেলে যাব। অনেক দুঃখ আঘাত আমি পেয়েছি। এই পংকিল জীবন আর আমি চাই না—

নীলকণ্ঠ—না স্মৃতি। আঘাত আছে, ব্যথা আছে, দুঃখ আছে—তাই ব'লে ফিরে যাবে ?

বিপাশা—তবে ?

নীলকণ্ঠ—রাণাঘাটের রায়বংশ বনেদী বংশ—সেই বংশের বধূ তুমি চাইলে শিল্পীজীবন বরণ করতে···সমাজ সংস্কার তোমাকে দিল বাধা···শেষে সবার ওপর অভিমান ক'রে চলে এলে···সেদিনের অভিমান আজ সার্থক···শিল্পীজীবনে তুমি প্রতিষ্ঠিতা। এই জীবনেই তুমি থাকবে স্মৃতি।

বিপাশা—আর তুমি…তুমি কি করবে…এই দেহ নিয়ে, এই মন নিয়ে…

নীলকণ্ঠ—কেন—আমি তো তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। এবার আমি লিখব নাটক—তুমি দেবে প্রাণ—আমার কল্পনাকে তুমি করবে বিশ্বজনীন।

বিপাশা—তাই হবে। কিন্তু তার আগে এসো, আমার গুরুদেবকে…যিনি নেপথ্যে থেকে আমার গতিকে অব্যাহত রেখেছেন, যিনি তোমার নাটকের সুষ্ঠু রূপায়ণে সহায়তা করবেন—তাঁকে প্রণাম করি।

[বিপাশা ও নীলকণ্ঠ শ্যামসুন্দরের দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি দুজনকে ধরলেন —]

শ্যামসুন্দর—না-না, আমাকে না—ঐ গ্রীণরুমের দেওয়ালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের ছবি—আগে ওখানে প্রণাম জানাও—

নীলকণ্ঠ—এসো স্মৃতি—

বিপাশা—উহুঁ, বিপাশা!

[সকলে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম জানায়। এই অবস্থায় নাটকের শেষ পর্দা নেমে আসে।—]

॥ 'অন্তরালে'র প্রযোজনা ॥

দৃশ্য শেষে যদিও লেখা আছে 'মঞ্চ ঘুরল'—কিন্তু মফঃস্বলের শৌখিন দলের মঞ্চ হয়তো ঘুরবে না; আর তাই প্রতি দৃশ্যে পর্দা ফেলে নাটকের গতিকে ব্যাহত ক'রে তাঁদের দৃশ্যপট ও জিনিসপত্র অপসারণ করতে হবে।

এই অসুবিধার জন্য আমি তাঁদের একটি মাত্র দৃশ্যপটে (নীল পশ্চাতপট, প্রয়োজন মত নীল কাপড মোড়া প্যাকিং বক্স ও সিঁড়ি)এর অভিনয় করতে বলি। দৃশ্যশেষে খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে বা সাজিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কিন্তু জিনিসপত্রের বাহুল্য বর্জন করতে হবে।

অথবা কভার-ডিসকভারেও এর অভিনয় করা চলে। সেক্ষেত্রে বক্স সিন ছাড়া অন্যত্র খুব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অতিরিক্ত কিছু না রাখতে বলি।

নবকুমার গরাই রচিত নাটক

অমুদ্রিত

চন্দ্রনাথ — শরৎকাহিনীর নাট্যরূপ
বামুনের মেয়ে — " " (যাত্রা আঙ্গিকে)
ভ্রান্তিবিলাস — বিদ্যাসাগর-রচনার পালারূপ
গুপ্তচর — রহস্যঘন দেশাত্মবোধক একাঙ্ক, স্ত্রী-বর্জিত
টিকটিকি — আধ ঘণ্টার ব্যাঙ্গাত্মক নাটিকা
মান্থলি টিকিট — ১৫ মিনিটের ড্রইংরুম ড্রামা
মর্মান্তিক — " " মিনি একাঙ্ক
মরুপথ — ৪৫ " বেতারনাট্য
সাক্ষীগোপাল - স্ত্রী বর্জিত ধর্মমূলক নাটিকা

পাণ্ডুলিপি অভিনয়ের জন্য নাট্যকারের সহিত
১০ এ, রাজেন্দ্র এভিন্যু সেকেণ্ড লেন, উত্তরপাড়ায় সংযোগ বাঞ্ছনীয়